# আগাথা ক্রিস্টি রচনা সমগ্র

## (প্রথম খণ্ড)

ভাষান্তর ও সম্পাদনায়

নান্টু গঙ্গোপাধ্যায়

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

নারায়ণ পুস্তকালয়

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলকাতা—৭০০ ০৭৩

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| দ্য হলো | ৯ |
| মার্ডার বাই মিরর | ১৬ |
| ডেস্টিনেশন আননোন্ | ২৫ |
| মার্ডার ইজ ইজি | ৩৫ |
| টেন ডলস | ৪৪ |
| দি হাউণ্ড অফ ডেথ | ৫১ |
| ওয়ারলেস | ৬৩ |
| মিষ্ট্রি অফ দি বাগদাদ চেষ্ট | ৮০ |
| ফিলোমেন কটেজ | ৯৯ |
| এস ও এস | ১১৭ |
| মুভিং ফিঙ্গার | ১৪৩ |
| মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকারেজ | ১৬৬ |
| এগুলেস নাইট | ১৭২ |
| ক্যারিবিয়ান মিস্ট্রি | ১৮২ |
| নেমেসিস | ১৯৩ |
| দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেরী | ২০১ |
| এ মার্ডার ইজ অ্যানাউনস্ড | ২০৭ |
| এ পকেট ফুল অব রাই | ২১২ |
| মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস | ২২১ |
| ৪-৫০ ফ্রম প্যাডিংটন | ২৩৪ |
| সিক্রেট অ্যাডভারসরী | ২৪১ |
| দ্য ইনক্রে ডিবল থেফট | ২৫৫ |
| এন আর এম | ২৬২ |

| | |
|---|---|
| ডাবল সিন | ২৭৩ |
| পোয়ারো ইনভেস্টিগেটস | ২৭৯ |
| অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য চীফফ্ল্যাট | ২৮৭ |
| দ্য ট্রাজেডি অ্যাট মার্সডন ম্যানর | ২৯৪ |
| দ্য মিস্ট্রি অব হান্টারস লজ | ২৯৮ |
| দ্য মিলিয়ন ডলার বণ্ড রবারি | ৩০৩ |
| দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইজিপসিয়ান টুম | ৩০৮ |
| দ্য জুয়েল রবারি অ্যাণ্ড গ্রাণ্ড মেট্রোপলিটান | ৩১৪ |
| দ্য কিডন্যাপ্‌ড প্রাইম মিনিস্টার | ৩২০ |
| ডিস অ্যাপিয়ারেন্স অব মিঃ ডেভিন হেম | ৩২৬ |
| দ্য ভেইলড লেডি | ৩৩১ |
| দ্য লস্ট মাইন | ৩৩৭ |
| চকোলেট বক্স | ৩৪২ |
| পার্কার পাইন ইনভেস্টিগেটস | ৩৪৮ |
| দ্য কেস অব দ্য ডিসট্রেসড লেডী | ৩৬১ |
| দ্য কেস অব দ্য ডিসকনটেনটেড সোলজার | ৩৬৭ |
| দ্য কেস অব দ্য সিটি ক্লার্ক | ৩৭৬ |
| দ্য কেস অব দ্য রিচ উইম্যান | ৩৮৫ |
| হ্যাভ ইউ গট এভরিথিং হাউ ওয়ান্ট | ৩৯৬ |
| দ্য হাউস অ্যাট সিরাজ | ৪০৩ |
| দ্য পার্ল অব প্রাইস | ৪০৯ |
| দ্য গেট অব বাগদাদ | ৪১৪ |
| ডেথ অব নাইন | ৪২১ |
| দ্য অর‍্যাকল অ্যাট ডেলফি | ৪২৭ |
| দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইতালীয়ান নোবলম্যান | ৪৩৬ |

# দ্য হলো

হারলিস্ট্রীটের বিশেষজ্ঞ ডাঃ জন ক্রিস্টোরের ডাক্তারখানা ও বাড়ি। তিনি সুপুরুষ। ভাল ডাক্তার। ভাল পশার। স্বভাবতই অনেক যুবতী তাঁর প্রেমে পড়ে। তাঁকে বিয়ে করতে চায়। ডাঃ জন কিন্তু তাদের কাউকে বিয়ে করেন না তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না।

তিনি জার্ডা নামে একটি খুবই সাধারণ যুবতীকে বিয়ে করেন। জার্ডা ছেলেবেলা থেকে অলস ও বুদ্ধি কম সম্পন্না মহিলা। যার ফলে সে ছেলেবেলা থেকে পরিবারের সকলের কাছে নিষ্কর্মা বলে বলে আমল পায়নি। অবহেলিত হয়েছে। নিজের ওপরে একরকম ঘেন্না জন্মেছিল।

জার্ডাকে বিয়ে করাতে সকলেই অবাক হয়। এ বিষয়ে ডাঃ জনের বক্তব্য হল, জার্ডাকে তিনি তৈরী করে নেবেন। তিনি সহজ সরল যুবতীদের পছন্দ করেন। দেখতে দেখতে জার্ডারের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়। ছেলের নাম টারেস ও মেয়ের নাম জেনা। জার্ডা ডাঃ জনকে খুবই ভালবাসে। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে। দেবতা জ্ঞান করে।

ডাঃ জন সপ্তাহের ছুটির দিনে সপরিবারে ডিভেকোটে স্যার হেনরি এ্যাঙ্গকাটেলের বাড়িতে গিয়ে থাকেন। শহর থেকে গ্রাম্য পরিবেশে এসে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। জার্ডা কিন্তু ভিভেকোটে যেতে পছন্দ করেন না। কেননা, সেখানে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। অস্বস্তি বোধ করে। তবুও ডাঃ জনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে তার মন চায় না। সে সপরিবারে ডিভেকোটে যায়।

এই ডিভেকোটে চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ভেরোনিক ক্রের সঙ্গে সুদীর্ঘ পনেরো বছর পর ঘটনাচক্রে দেখা হয়। ভেরোনিক ডাঃ জনের বান্ধবী ছিল। ডাঃ জন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তাতে শর্ত ছিল, ভেরোনিকে চলচ্চিত্রে অভিনয় ছাড়তে হবে। ভেরোনিক তাতে রাজি হয় না। ফলে, তাদের বিয়ে হয় না।

স্যার হেন্‌রি এ্যাঙ্গকাটেনের বাড়িতে ডাঃ জনের পুরোনো বান্ধবী হেনরিয়েটার সঙ্গে দেখা হয়। ডাঃ জন হেনরিয়েটার সান্নিধ্যে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। কিন্তু জার্ডা তা পছন্দ করে না।

একদিন ভেরোনিক ক্রের ডাকে ডাঃ জন ভেরোনিকের বাড়ি যান। ভেরেনিক ডাঃ জনকে জার্ডাকে ছেড়ে তার সঙ্গে জীবন কাটাতে চায়। ডাঃ জন তা মেনে নেন না। এ

নিয়ে ভেরোনিকের সঙ্গে ডাঃ জনের কথা কাটাকাটি হয়। তিনি লেকের পাশ দিয়ে স্যার হেনরির বাড়ির দিকে এগোন। এক সময় রিভালবারের গুলির শব্দ হয়। তিনি গুলি বিদ্ধ হয়ে লেকের পাশে মুখ থুবড়ে পড়েন। তাঁর বুকের বাম দিকের একটা কালো দাগ থেকে আস্তে আস্তে রক্ত বেরিয়ে লেকের জলে পড়তে থাকে।

এসময় স্যার হেন্‌রির স্ত্রী লুসি এ্যাঙ্গকাটেল, লুসি এ্যাঙ্গকাটেলের খুড়তুতো বোন হেন্‌রিয়েটা ও চাকর গাজন ঘটনা স্থলে আসে। জার্ডাকে মৃত ডাঃ জনের পাশে রিভালবার হাতে দেখা যায়। হেন্‌রিয়েটা জার্ডার কাছে যায়। জার্ডা বলে জন মারা গেছে। তবে কি করে যে মারা গেছে, তা জানিনা! হেন্‌রিয়েটা জার্ডার হাত থেকে রিভালবারটা কেড়ে নেয়। লেকের জলে ফেলে দেয়।

লুসি এ্যাঙ্গকাটেলের কথায় জার্ডাকে নিয়ে হেন্‌রিয়েটা বাড়ি যায়। অপ্রকৃতস্থ জার্ডাকে বিশ্রাম করার জন্য খাটে শুইয়ে দেয়। স্যার হেনরির অনুরোধে পুলিশ দুপুর আড়াইটার সময় আসে। ইন্সপেক্টার গ্র্যাঞ্জ প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা বাদ করেন। ডাঃ জনের মৃতদেহ পোষ্টমর্টমের ব্যবস্থা করেন। লুসি এ্যাঙ্গকাটেল জানান যে, ডাঃ জন মরার আগে হেন্‌রিয়েটার নাম করেছিল। স্বভাবত সকলের দৃষ্টি যায় হেন্‌রিটার দিকে।

ইনসপেক্টর গ্রাঞ্জ বাড়ির সকলকে একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জার্ডা বলে, কে ডাঃ জনকে খুন করেছে, তা সে জানে না। রিভালবারের গুলির শব্দে সে ডাঃ জনের কাছে আসে। দেখে, ডাঃ জন নিজের অজ্ঞাতসারে সে রিভালবারটা তুলে নেয়। অবশ্য রিভালবার সম্বন্ধে তার তেমন জ্ঞান নেই। এর আগে রিভালবার হাতে নিয়েছিল স্যার. হেন্‌রির রিভালবার হাতে নিয়ে। স্যার হেনরি তাকে শিখিয়ে দেয় কি করে গুলি করতে হয়।

ইনসপেক্টর গ্রাঞ্জের জেরায় চাকর গাজন বলে, সে লুসি এ্যাঙ্গকাটেলরের সঙ্গে ডাঃ জনের মৃতদেহের কাছে এসেছিল। ডাঃ জন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে শুধু মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। তা হল, "হেনরিয়েটা"। তার অর্থ এই হয় যে, হেনরিয়েটা তাঁকে হত্যা করেছে। অথবা হেনরিয়েটাকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

ইনসপেক্টর গ্রাঞ্জের হেনরিয়েটাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সে বলে, ডাঃ জনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। ডাঃ জনকে বিয়ে করার স্বপ্ন সে দেখত। কিন্তু ডাঃ জন জার্ডাকে বিয়ে করলে সে হতাশ হয়। একই সঙ্গে এডওয়ার্ড এ্যাঙ্গকাটেল তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে এডওয়ার্ডকে পাত্তা দেয় না। তাতে এডওয়ার্ড ডাঃ জনের প্রতি ঈর্শ্বাপরায়ন ছিল। ডাঃ জনের মৃত্যুতে এডওয়ার্ডকে তেমন দুঃখিত হতে দেখা যায় না। সে এখনও ভাবে, হেন্‌রিয়েটা ডাঃ জনের অভাব কাটিয়ে উঠলে নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করবে।

কথা প্রসঙ্গে লুসি এ্যাঙ্গকাটেল বলে, জার্ডা মেয়েটাকে তো খারাপ ছিল না। সে

তার স্বামী ডাঃ জনকে প্রাণাধিক ভালবাসত। ডাঃ জনের অভাব সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। প্রথম থেকেই সে একটু বেসামাল ছিল, ডাঃ জনকে হারিয়ে সে আরও বেশী বেসামাল হয়েছে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে, ডাঃ জনকে হত্যা করা হয়েছে। সে তার ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করে বঁচবে?

ইন্সপেক্টর গ্রাঞ্জ লেক থেকে ডাঃ জনকে যে রিভালবার দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, সে রিভালবারটা তোলেন। ভাল করে রিভালবারটা পরীক্ষা করেন। রিভালবারে কোন গুলি ছিল না। তাছাড়া, অনেক চেষ্টা করেও রিভালবারের বাঁটের ওপরে কারও হাতের ছাপ পাওয়া যায় না। লেকের জলে রিভালবারের বাঁটের ওপর থেকে সব হাতের ছাপ মুছে গেছে।

তনি স্যার হেন্‌রিকে রিভালবারটা দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, এই রিভালবারটা চিনতে পাচ্ছেন কি?

স্যার হেন্‌রি রিভালবারটা দেখে বলে, আমার আগ্নেয়াস্ত্রের তালিকা দেখে বলতে পারব। স্যার হেন্‌রি ইনসপেক্টর গ্র্যাঞ্জকে নিয়ে নিজের আগ্নেয়াস্ত্রের ঘরে যায়। রিভালবারের গায়ে নম্বর দেখে সে বলে যে, রিভালবারটা তারই। তবে এটা ঘরের বাইরে গেল কি করে? তারপর সে গুলির বাক্স থেকে সব গুলি টেবিলের ওপরে ঢালে। গুনে দেখে, একটা গুলি কম আছে। স্যার হেনরি অবাক হয়। ইন্সপেক্টরকে বলে, আশ্চর্য, গুলির বাক্সে দেখছি একটা গুলিও কম!

ইন্সপেক্টর বলেন, রিভালবার ও গুলি আপনার আগ্নেয়াস্ত্রের ঘর থেকে একমাত্র আপনার বাড়ির লোক নিতে পারে। বাইরের কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আবার হতেও পারে।

এরপর ইন্সপেক্টরের লোকেরা স্যার হেনরির বাড়ির চারপাশে ভাল করে সার্চ করে। কিন্তু সে রকম কোন সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায় না। তবুও ইন্সপেক্টর গ্র্যাঞ্জ হাল ছাড়েন না। তিনি ডাঃ জন যেখানে খুন হয়েছেন, সেখানে সাদা পোশাকের পুলিশের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু জার্ডার ছেলে মেয়ে ডাঃ জনের বাড়িতে আছে, সে জন্য জার্ডাকে ডিভেকোটের বাইরে যাবার অনুমতি দেন। তবে অন্যান্যদের মত জার্ডার ওপরে নজর রাখার ব্যবস্থা করেন।

জার্ডাকে স্যার হেন্‌রি নিজের গাড়ী করে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। ছেলে ও মেয়েকে জানায় যে, ডাঃ জন দুর্ঘটায় নিহত হয়েছেন। মেয়ে জেনা হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। কিছু ছেলে টারেসের চোখে জল নেই। সে বার বার জানতে চায়, তার বাবার কি রকম দুর্ঘটনায় মৃত্যু? জার্ডার বুক ভেঙ্গে যায় তবুও সে আসল ঘটনাটা বলতে পারে না। পরের দিন খবরের কাগজে ডাঃ জনের মৃত্যু সংবাদ বেরুলে টারেস বুঝতে পারে তার বাবার আসল মৃত্যুর কারণ। সে হত্যাকারীকে কোন রকমে ক্ষমা

করবে না বলে মনস্থির করে। জার্ডার কোন কথাই সে শুনতে চায় না।

ইন্সপেক্টর গ্র্যাঞ্জ অভিনেত্রী ভেরোনিকার সঙ্গে দেখা করেন। ভেরোনিকা কেন ডাঃ জনকে ডেকে পাঠিয়েছিল, তা জানতে চায়।

ভেরোনিকা সহজভাবে বলে, পনেরো বছর পরে ডাঃ জনকে দেখে আমি আনন্দিত হই। দুজনে দুজনের কথা শুনে আনন্দের মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটাতে চাই। ডাঃ জন ঠিক আগের মতই আছে। এতদিন পরেও আমাকে সে খুবই ভালবাসতো। সে প্রস্তাব দিয়েছিল, আমাকে বিয়ে করবে বলে। আমি আপত্তি জানাই। সে বেশ একটু দুঃখিত হয়। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

ইন্সপেক্টর ভেরোনিকার কাছ থেকে বিদায় নেন। ভাবেন, এও হতে পারে যে, অন্য একজন এসে ডাঃ জনকে গুলি করে। সকলের অজ্ঞাতসারে আত্মগোপন করে চলে যায়। এই সন্দেহ ভাজন স্ত্রীলোক হল জার্ডা, ভেরোনিকা ও হেন্‌রিয়েটা। এরা সকলেই ডাঃ জনকে একান্ত আপন করে পেতে চেয়েছিল। এরা যে কেউ নিজের রিভালবার দিয়ে ডাঃ জনকে হত্যা করে স্যার হেন্‌রির আগ্নেয়াস্ত্র স্টকের রিভালবার ডাঃ জনের মৃতদেহের পাশে ফেলে রাখে। তাতে সে সহজেই আত্মগোপন করতে পারবে বলে মনে করেছে।

অবশ্য ডাঃ জনের পোস্টমর্টম রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যে রিভালবারটা ডাঃ জনের মৃতদেহের পাশে পাওয়া গেছে, সেটার গুলি দিয়ে ডাঃ জনকে হত্যা করেনি। তাঁর ক্ষত স্থানে অন্য রিভালবারের গুলি পাওয়া গেছে।

ডাঃ জনের হত্যা কাণ্ডের কোন সমাধান না করতে পারে ইন্সপেক্টর গ্র্যাঞ্জ আবার ডিভেকোটে যান। ডাঃ জনের হত্যা যেখানে হয়েছিল, সেখানটা আরও ভাল করে খোঁজর জন্য লোক লাগান। অনেকক্ষণ খোঁজার পর একটা গাছের তলাকার আগাছার মধ্যে একটা রিভালবার পায়। ইন্সপেক্টর গ্র্যাঞ্জকে দেয়। ইন্সপেক্টর গ্র্যাঞ্জ রিভালবারটাকে ভাল করে পরীক্ষা করেন। ওঁর ধারণা হয় যে, রিভালবারের বাঁটে পুরুষের হাতের ছাপ আছে। তাই তিনি স্যার হেন্‌রি, এডওয়ার্ড, মিডগে, লুসি এ্যাঙ্গকাটেল ও হেন্‌রিয়েটার হাতের ছাপের সঙ্গে মেলান। কিন্তু কারও হাতের ছাপের সঙ্গে রিভালবারের হাতের ছাপের সঙ্গে মেলে না। এমনকি জার্ডার হাতের ছাপের সঙ্গে মেলে না।

ইন্সপেক্টর গ্র্যাঞ্জের স্পষ্ট ধারণা হয় যে, হত্যাকারী ডাঃ জনকে গুলি করে স্থান ত্যাগ করার সময় লেকের পাড়ে আগাছা জঙ্গলের মধ্যে নিজের রিভালবার ফেলে দিয়েছে। নিজে গা ঢাকা দিয়েছে।

একদিন হেনরিয়েটা জার্ডার বাড়িতে আসে। জার্ডাকে বলে, রিভালবারের খাপটা অর্থাৎ হোলস্টার ছাড়া সবই ঠিক আছে। তোমাকে আর কিছুতেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়াতে পারবে না। তুমি লেকের ধারে ঝোপের মধ্যে যে রিভালবারটা ফেলেছিলে,

সেটা আমি এমন জায়গায় লুকিয়েছি, যা তুমি কিছুতেই জানতে না। তার ওপর যে আঙ্গুলের চাপ আছে, তা পুলিশ কোনদিন সনাক্ত করতে পারবে না। এখন শুধু জানতে চাই, হোলস্টরটা কি করেছো? যদি তোমার কাছে থাকে, আমাকে দিয়ে দাও। আমি যে করে হোক তা নষ্ট করে ফেলব। এটাই এখন একমাত্র জিনিস, যেটা দিয়ে তোকে জনের মৃত্যুর সঙ্গে জড়ান যায়।

জার্ডা কোন কথা বলে না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে এটা আমার বাড়িতে আছে। পুলিশ যখন হালি ষ্ট্রীটে এসেছিল, আমি তখন এটাকে টুকরো করে কেটে ব্যাগে করে আমার চামড়ার কাজের সঙ্গে রেখে দিয়েছি।

—খুব ভলা কাজ করেছো জার্ডা। লোকে তোমাকে বোকা বললেও, আসলে তুমি বোকা নও। হেনরিয়েটা আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে।

জার্ডা গলায় হাত দিয়ে বলে, কিন্তু জন।

—আমি সব বুঝি। হেনরিয়েটা বলে।

—তুমি জান না, জন কি ছিল না। সবই মিথ্যা। আমি যা কিছু তার সম্বন্ধে ভেবেছিলাম, সবই মিথ্যে। সে যখন অভিনেত্রী ভেরোনিকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, আমি তখন তাঁর মুখ দেখেছি। আমাকে বিয়ে করার অনেক বছর আগে সে ভেরেনিকাকে জানত। আমি ভেবেছিলাম, সেই সব শেষ হয়ে গেছে।

—আসলে তো সবই শেষ হয়ে গেছে। হেন্‌রিয়েটা বলে ওঠে।

—কিন্তু সে এমন ভান করল যে, সে জনকে পনেরো বছর দেখেনি। আমার আপত্তি সত্বেও জন তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আমি একলা বিছানায় শুতে গেলাম। জন যে গোয়েন্দা কাহিনীটা পড়ছিল, আমি সেটা পড়তে চেষ্টা করলাম। অনেকক্ষণ পরেও যখন সে এল না, আমি তার খোঁজে বাইরে গেলাম। তাঁবুতে তখন একটা আলো জ্বলছিল। জন ও ভেরোনিক সেখানে বসেছিল। ধূম পান করছিল।

সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারিনি। জনকে হত্যা করতে বাধ্য হতে হয়েছে। আমি গোয়েন্দা কাহিনীতে পড়েছি যে, কোন রিভালবারের গুলিতে কে নিহত হয়েছে, পুলিশ তা বলতে পারে। স্যার হেন্‌রি আমাকে দেখিয়েছেন, কি করে রিভালবারে গুলি পুরতে হয় ও তা ছুঁড়তে হয়। আমি দুটো রিভালবার নিয়েছিলাম। একটা দিয়ে জনকে গুলি করে লুকিয়ে ফেলেছিলাম, অপরটা হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যেন সেইটা দিয়েই গুলি করেছি।

প্রথমে সকলে ভেবেছিল, জনকে আমিই গুলি করেছি। পরে দেখা গেল, ঐ রিভালবারের গুলিতে জন নিহত হয়নি। তখন সকলেই ভাবল, আমি জনকে হত্যা করিনি। কিন্তু আমি হোলস্টারের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ওটা আমার শোবার ঘরের ড্রয়ারের ভেতর ছিল। পুলিশ বোধ হয় ওটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না?

—এখন ঘামাচ্ছে না। কিন্তু পরে তো ঘামাতে পারে। কাজেই, ওটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি নিয়ে যাই। তোমার হাতছাড়া হয়ে গেলে তুমি নিরাপদ।

—তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে না। একটু বোস, আমি চা নিয়ে আসছি। কথা কটা বলে জার্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই একটা ট্রেতে করে দুটো কাপ ডিস, দুধের জগ্, টি-পট্ ও চিনির পাত্র নিয়ে আসে।

—অনেক হয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি হোল্স্টারটা নিয়ে এস। হেন্রিয়েটা বলে।

জার্ডা অল্প সময় ইতস্তত করে। পরে বাড়ির অন্দর মহলে চলে যায়। হেন্রিয়েটা টেবিলের ওপরে হাত রেখে ঝুঁকে বসে। সে খুবই ক্লান্ত। তবে জার্ডাকে নিরাপদ করতে পারায় সে নিশ্চিন্ত। মৃত্যুকালীন জন চেয়েছিল, জার্ডা নিরাপদে থাকুক। জার্ডাকে রক্ষা করার জন্যই মৃত্যু কালে জন হেন্রিয়েটার নাম উচ্চারণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, জার্ডাকে রক্ষা করতে পারে চালাক চতুর শিল্পী হেন্রিয়েটা।

এদিকে সদর দরজা খোলা পেয়ে পুলিশের লোক পৈরট সোজা জার্ডার বসার ঘরে আসে।

হেন্রিয়েটা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, আপনি? আপনি কি করে এখানে এলেন।?

—আপনি হঠাৎ "হলো" ত্যাগ করলেন। আমি ভাবলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা গাড়ি ভাড়া করে সোজা এখানে এলাম।

—অর্থাৎ আপনি আমাকে লক্ষ্য করতে করতে এসেছেন। বেশ করেছেন। এবার কি আপনি চা খাবেন?

—না, ধন্যবাদ।

ঠিক সে সময় বসবার ঘরে ঢোকে জার্ডা। তার হাতে একটা ব্যাগ। সে অসহায় ভাবে একবার হেন্রিয়েটা ও অন্যবার পৈরেটের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে, আমি দুঃখীত। বাড়ির সকলে পিকনিক করতে গেছে। আমার শরীর খারাপের জন্য আমি যাইনি।

কথা বলতে বলতে জার্ডা একটা কাপে চা ঢালে। নিজে সেই কাপটায় চুমুক দেয়। আস্তে আস্তে বলে, আগে জন সব কিছুর ব্যবস্থা করত। কিন্তু এখন জন নেই, সবই আগোছাল। আমি বুঝতে পাচ্ছিনা, জন ছাড়া আমি কি ভাবে বেঁচে থাকব। ছেলে মেয়েরা আমাকে নানান বিষয়ে প্রশ্ন করে। আমি সঠিক উত্তর দিতে পারি না। কথা বলতে বলতে জার্ডার ঠোঁট নীল ও মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পৈরেট তাকে ভাল করে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। তার হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে। বলে, খুবই শান্তি পূর্ণ মৃত্যু।

—হার্টফেল, না চায়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে ছিল? সে পৃথিবী থেকে চলে যাবার এই পথ বেছে নিল। হেনরিয়েটা ব্যস্ততার সঙ্গে বলে।

—না, না, এটা আপনার জন্য ছিল। এটা আপনার দিকার চায়ের কাপ। পৈরট

বলে।

—আমার জন্য? কিন্তু আমি তো ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। আমি ওকে বাঁচাবার জন্য ওর হাতের রিভালবারটা লেকের জলে ফেলেছিলাম। পরে যখন জানলাম, অন্য একটা রিভালবার দিয়ে জনকে হত্যা করা হয়েছে, আমি ঐ রিভালবারটা লেকের পাশে আগাছা জঙ্গলের ভেতরে খুঁজে পাই। অবশ্য, আমি ইন্সপেক্টর গ্র্যাঞ্জের লোকদের কয়েক মিনিট আগে গিয়েছিলাম। পরে সেটা লন্ডনে নিয়ে আসি। আমার স্টুডিওতে লুকিয়ে রাখি। রিভালবারের বাঁটের ওপর থেকে হাতের ছাপ তুলে ফেলি। পরে পুলিশ আবার যখন রিভালবারটা খুঁজতে লেকের কাছে যায়, তার আগেই আমি রিভালবারটা আগাছার মধ্যে রাখি। পুলিশরা খুঁজে পায়।

—কাদা-মাটি দিয়ে তৈরী একটা ঘোড়ার মূর্তির মধ্যে?

—আপনি জানলেন কি করে?

—আগেই জেনেছিলাম। কিন্তু পুলিশ তো একটা শিল্পীর শিল্প নষ্ট করতে পারে না।

পৈরট জার্ডারের সঙ্গে আনা ব্যাগটা উল্টে দিল। তা থেকে বেরুল সোয়েড ও অনেক রঙের চামড়ার টুকরো। পৈরট পাতলা চকচকে চামড়াগুলো সাজিয়ে হেলমেট তৈরী করল। বলল, আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। জার্ডা অনেক পরিশ্রম করেছে। তার স্বামী ডাঃ জনের মৃত্যু তাকে বড্ড বেশী আঘাত হেনেছে। সে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে নিজের জীবন নিজেই নিল।

—কেউ কোনদিন জানবে না প্রকৃত কি ঘটেছিল? তবে আমার মনে হয়, একজন ঠিকই জানবে। আর সে হল ডাঃ জনের ছেলে টারেন্স। একদিন সে অবশ্যই আমার কাছে এসে সত্য ঘটনা জানতে চাইবে।

—আপনি কিন্তু তাকে কিছু বলবেন না।

—আপনার আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে বলতে হবে। কেননা, আপনি শুনলেন না, বেচারা জার্ডা বলল, টারেন্স কেবল জানতে চায়, তার বাবার দুর্ঘটনার কারণ কি? কে তাঁর প্রকৃত হত্যাকারী?

হেন্‌রিয়েটা চেয়ার থেকে উঠে পড়ে। পৈরটকে উদ্দেশ্য করে বলে, আপনি কি আমাকে এখানে থাকতে বলবেন, না চলে যাব?

—আপনার চলে যাওয়াই ভাল।

—কিন্তু আমি কোথায় যাব? জন ছাড়া আমি কি করব?

—আপনি জার্ডার মত কথা বলছেন। আপনি কোথায় থাকবেন, কি করবেন, তা আমি ঠিক করে দেব?

—আমি বড়ই ক্লান্ত।

—আপনি চলে যান জীবিতদের মধ্যে। আমি এখানে মৃতের সঙ্গে থাকব। মৃত

জার্ডার ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয় স্বজনদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করব। প্রার্থনা করব জার্ডার আত্মার সদ্গতি।

# মার্ডার বাই মিরর

রুথ ভ্যান রাইডক হলের ক্যারি লুইজি সেরোকোল্ডের দিদি। ক্যারি লুইজি ও তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্বামী লিউইস সেরোকোল্ড "স্টোনিগেটসে" কিশোর অপরাধীদের জন্য একটি আশ্রম করেন। তাঁদের ধারণা, এই সব অপরাধীরা সমাজে উপেক্ষিত হয়ে অপরাধ করে থাকে। এদের যদি সৎ পথে পরিচালিত করা যায়, তা হলে এরাও দেশের অন্যান্য সৎ নাগরিকের মত জীবন যাত্রা করতে পারে।

কিন্তু রুথ ভ্যান রাইডকের ধারণা, স্টোনিগেটসে দুর্যোগ নেমে আসছে। এ বিষয়ে এখনই তৎপর হওয়া দরকার। তা না হলে, ক্যারি লুইজি ও লিউইসের সব সদ্ইচ্ছা ধূলোয় মিশে যাবে। এমন কি, তাঁদের জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে।

রুথ ভ্যান রাইডক বিশ্বস্ত বন্ধু ও ক্যারি লুইজির সহপাঠিনী মিস্ জেন মারপলকে কাছে পেয়ে যে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত হয়। কেননা, মিস্ জেন মারপল হলেন একজন মহিলা গোয়েন্দা। তিনি এর মধ্যেই বেশ নাম করেছেন। তাঁর ওপর বিশ্বাস করা যায়।

রুথ ভ্যান রাইডক মিস জেন মারপলকে একটি বারের জন্য স্টোনিগেটসে যেতে অনুরোধ করেন। সেখানকার সব ব্যাপরে সন্ধানী দৃষ্টি রাখতে বলেন। এক কথায়, ক্যারি লুইজি ও তাঁর স্বামী লিউইসকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে অনুরোধ করেন।

বয়স্কা মিস্ জেন মারপল রুথ ভ্যান রাইডকের অনুরোধ ফেরাতে পারেন না। তিনি স্টোনিগেটসের দিকে রওনা হন। মার্কেট কিঙ্কল রেল স্টেশনে রেলগাড়ি এসে দাঁড়ায়। একজন যাত্রীর সহায়তায় তিনি নিজের জিনিষপত্র ট্রেন থেকে নামান। পরিচিত লোকের সন্ধানে তিনি স্টেশনের চারদিকে তাকান।

ঠিক সে সময় একটি যুবক তাঁর কাছে আছে। সঙ্কোচভোবে প্রশ্ন করে, আপনি কি মিস্ জেন মারপল? আমি আপনাকে স্টোনিগেটসে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার নাম এডগার লোসন।

মিস্ জেন মারপল এডগার লোসনকে পেয়ে আনন্দিত হন। এডগার লেসন তাঁকে রেল স্টেশনের বাইরে নিয়ে আসে। একটা পুরোনো ফোর্ড গাড়িতে তাঁর জিনিস পত্র রাখে।

ঠিক সে সময় ঝকঝকে একটা রেলসবেন্টলে গাড়ি ফোর্ড গাড়িটার পথ আগলে

দাঁড়ায়। একটি কর্ডরয় ম্যাক্স্ ও গলাখোলা শার্ট পরা সুন্দরী একটা যুবতী গাড়ির ভেতর থেকে নামে। মিস্ জেন মারপলকে নিজের নাম বলে জিনা। ক্যারি লুইজি হলেন তার দিদা। সে মিস্ জেন মারপলকে নিজের গাড়িতে তুলে নেয়। এডগার লোসনকে উদ্দেশ্য করে বলে, ম্যাডামকে আমি নিয়ে চললাম। ম্যাডামের জিনিস পত্র নিয়ে তুমি এস।

এডগার লোসন অপমানিত বোধ করে। সে রেগে যায়। জিনাকে বলে, এটা মোটেই ভাল হল না জিনা। ক্যারি লুইস ম্যাডাম আমাকে মিস্ জেন মারপলকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।

জিনা এডগার লোসনের কথার কোন গুরুত্ব দেয় না। খালি রাস্তা পেয়ে সে বেশ জোরে গাড়ি ছোটায়। এক সময় মিস্ জেন মারপল ক্যারি লুইজির কাছে আসেন। আস্তে আস্তে বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি অপরাধী যুবকদের আশ্রম দেখেন। সে আশ্রমে প্রায় আড়াইশো যুবক ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে চাকরি বাকরি করে সৎ জীবন যাত্রায় ফিরে গেছে।

মিস জেন মারপল চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বেশ কয়েকটা দিন ভালই কাটে। হঠাৎ একদিন ক্যারি লুইসির সৎ ছেলে ক্রিষ্টিয়ান গুলব্রান্ডজেন স্টোনিগেটসে আসে। চিন্তিত ভাবে ক্যারি লুইসির শরীরের ব্যাপারে চিন্তা প্রকাশ করে। এ বিষয়ে সে বাবা লিউইসের সঙ্গে আলোচনা করে। দুজনকেই চিন্তিত মনে হয়। কিন্তু কেউই কারও কাছে মুখ খোলেন না।

হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটে। ক্রিস্টিয়ান গুলব্রান্ডজেন লিউইসের লাইব্রেরীতে টাইপের সাহায্যে চিঠি লিখত ব্যস্ত। সে সময় আধ পাগল এডগার লোসন লিউইসের কাছে আসে। পাগলামি শুরু করে। লিউইস তাকে নিয়ে অফিস ঘরে যান। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেন। এডগার লোসনের পাগলামীর কারণ জানতে চান।

সে সময় এডগার লোসনের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, লিউইস তার জন্মদাতা। এখন তিনি সে কথা স্বীকার করতে চাইছেন না! লিউইস এন্ডগারকে অনেকভাবে বোঝান এডগার কিন্তু কোন কথা শুনতে চায় না। সে চিৎকার করতে শুরু করে। লিউইসকে লক্ষ্য করে পরপর দুটো গুলি হাতে ধরা পিস্তল থেকে ছোড়ে।

বাড়ির সকলে এডগারের চিৎকার ও পিস্তলের গুলির শব্দে লিউইসের অফিস ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এসে জড় হয়। সকলেই এডগার ও লিউইসকে অফিস ঘরের দরজা খুলতে অনুরোধ করেন। ক্যারি লুইজির সৎ ছেলে স্টিফেন রেস্টারিক লিউইসের অফিস ঘরের দরজায় ভীষণ জোরে আঘাত করে। চিৎকার করে লিউইসকে দরজা খুলতে অনুরোধ করে।

এক সময় লিউইস অফিস ঘরের দরজা খুলে দেন। এডগার অফিস ঘরের মাটিতে

হাঁটু গেড়ে বসে সমানে কেঁদে চলেছে। লিউইসকে লক্ষ্য গরে গুলি ছোড়ার জন্য অনুতাপ করে। লিউইসকে অক্ষত দেখে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। লিউইসের কথায় মনোবিজ্ঞানী ডাঃ ম্যাভরিক এডগারকে কড়া ঘুমের অসুধ দেন, যাতে তার পাগলামী সাময়িকভাবে কমে।

ক্যারি লুইজির সেক্রেটারী মিস বেলভার ব্যস্তভাবে আসেন। সকলকে উর্দ্দেশ্য করে বলেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কৃারি লুইজের সৎ ছেলে ক্রিস্টিয়ান গুলব্রান্ডজেন লিউইসের লাইব্রেরীতে খুন হয়েছে! তার মৃত দেহ এখনও লাইব্রেরীতে রয়েছে। আমি পুলিশের খবর দিয়েছি। পুলিশ এল বলে।

মিস্ জেন মারপল চমকে ওঠেন। বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও লিউইসের লাইব্রেরীতে যান। মিস্ বেলভারের ওপরে নজর রাখেন। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি ঘরের উপস্থিত সকলের মুখের ওপরে ঘুরে বেড়ায়। মেহগনী কাঠের তৈরী ডেস্কের সামনে ক্রিস্টিয়ান গুলব্রান্ডজেন বসে আছে। সামনে টাইপরাইটার খোলা আছে। চেয়ারের ওপর হেলে পড়েছে তার দেহটা। লিউইস সকলকে অনুরোধ করেন, ঘরের কোন জিনিষে কেউ যেন হাত না দেয়। যা দেখার, পুলিশ এসে দেখবে। সকলে লিউইসের অফিস ঘরে এসে জড় হন।

এক সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর কারি সার্জেন্ট লেককে নিয়ে আসেন। ক্রিস্টিয়ান গুলব্রান্ডজেনের মৃতদেহ ও তার আশে পাশের সব কিছু পরীক্ষা করেন। মৃত ক্রিষ্টিয়ানের দেহের ফটো তোলার ব্যবস্থা করেন। তারপর পুলিশের গাড়ি করে ক্রিষ্টিয়ানের মৃত দেহ পোষ্টমর্টমের জন্য পাঠান।

ইন্সপেক্টর কারি ও সার্জেন্ট লেক বাড়ির সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তাঁদের ধারণা হয় যে, যখন এডগার লোসন লিউইসকে তাঁর অফিস ঘরে ব্যতিব্যস্ত করছিল ও গুলি ছুড়ছিল, সে সময় কেউ বাইরে থেকে হঠাৎ এসে ক্রিষ্টিয়ান বোঝার আগেই তাকে হত্যা করে চলে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে, সে সময় কেউ ক্রিস্টিয়ানের হত্যাকারীর দিকে নজর রাখতে পারেনি। ইন্সপেক্টর কারি ক্রিস্টিয়ান গুলব্রান্ডজেনের হত্যাকাণ্ডের সমাধান করতে পারেন না।

এদিকে ক্যারি লুইজির নামে একটা পার্সেল আসে। তা খুলে দেখা যায় যে, পার্সেলে এক প্যাকেট ক্যারি লুইজির পছন্দ মত চকলেট আছে! চকলেটের সঙ্গে ক্যারি লুইজির সৎ ছেলে অ্যালেক্সিসের একটা কার্ড পাঠানো হয়েছে।

অ্যালেক্সিস চকলেট ও তার কার্ডের কথা শুনে অবাক হয়। কেননা, সে এ জাতীয় কিছু পাঠায়নি। মিস্ জেন মারপল ক্যারি লুইজির হাত থেকে চকলেটের বাক্স কেড়ে নেন। বলেন, আমার কাছে খবর আছে যে, আমাদের মধ্যে কেউ ক্যারি লুইজিকে আর্সেনিক বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। কাজেই, এই চকলেট কোন মতেই

বাড়ির কারও খাওয়া উচিত নয়। ক্যারি লুইজি অবাক হন। কারণ, স্টোনিগেটনে এমন কেউ নেই, যে তাঁকে হত্যা করতে পারেন।

কথায় কথায় ক্যারি লুইজির সৎ ছেলে স্টিফেন রেস্টারিক জানায় যে, আশ্রমের ছেলে আর্নি জানায় যে, সে আশ্রমের প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে আশ্রমের গেটের তালা ভেঙ্গে আশ্রমের বাইরে আসে। ক্রিষ্টিয়ানের হত্যা কান্ডের অনেক কিছু জানে!

অবশ্য আশ্রমের সকলেই আর্নির কথায় আমল দেন না। কেননা, সে প্রায়ই মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু তারপরেই অর্নিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আশ্রমের সকলে চিন্তিত হন। বিশেষ করে ক্যারি লুইজি মনে আঘাত পান। কেননা, তিনি আশ্রমের প্রত্যেককে খুবই ভালবাসতেন।

এক সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর কারির জেরায় অতিষ্ঠ হয়ে এডগার লাইব্রেরীর জানালা টপকে লেকের দিকে ছুটতে শুরু করে। পুরোনো কাঠের একটা নৌকো দেখে তাতে উঠে পড়ে। প্রাণপণে নৌকোর দাঁড়টা বইতে থাকে। লিউইস তার পেছনে পেছনে ছুটে আসেন। চিৎকার করে এডগারকে বলেন, নৌকোটা ফুটো হয়ে গেছে। শিগ্গীর পাড়ে চলে এস।

এডগার লিউইসের কথায় কান দেয় না। ফলে, অল্প পরেই নৌকো ডুবে যায়। এডগার সাঁতার জানত না। সে জলে হাবুডুবু খেতে থাকে। তাকে বাঁচাবার জন্য লিউইস জলে ঝাপিয়ে পড়েন। এডগারের কাছেও যান। কিন্তু শেওলায় জড়িয়ে গিয়ে দুজনেরই অবস্থা কাহিল হয়ে ওঠে। একটা পুলিশ দড়ি নিয়ে জলে ঝাঁপ দেয়। সেও সুবিধে করতে পারে না। তাকে দড়ি ধরে টেনে ডাঙ্গায় নিয়ে আসা হয়।

এক সময় অতিকষ্টে এডগার ও লিউইসকে পাড়ে নিয়ে আসা হয়। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করা হয়। কিন্তু দুজনেই মারা যান। অন্য দিকে আশ্রমের অভিনয় করার স্টেজের ওপর থেকে যে কোন কারণে হোক একটা ভারী লোহা পড়ে ক্যারি লুইজির সৎ ছেলে অ্যালেক্সিস রেস্টোরিক ও আর্নির মৃত্যু হয়!

খবর পেয়ে চার্চের বিশপ ডঃ গ্যালব্রেথ আসেন। ক্যারি লুইজিকে স্বান্তনা দেন। ক্যারি লুইজি মিস্ জেন মারপলকে প্রশ্ন করেন, পরপর এতগুলো মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কি ধারণা জেন?

মিস্ জেন মারপল বলেন, ক্রিস্টিয়ানের হত্যাকান্ডের ব্যপারে অ্যালেক্সিস কিছুটা আন্দাজ করেছিল। এডগার লোসন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। তাকে পাগলের অভিনয় করার জন্য লিউইস আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই খুব ভাবনা চিন্তা করে সাজানো হয়েছিল। ক্রিস্টিয়ান আগের বারে যখন স্টোনিগেটসে এসেছিল, তার মনে স্টোনিগেটসের পরিচালনার ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছিল। সে কথা লিউইস বুঝতে পারেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন, একবার যখন ক্রিস্টিয়ানের সন্দেহ হয়েছে, তা দিনে

দিনে বাড়তে থাকবে।

আশ্রমের হিসেব নিকেশ দেখা শোনা করতেন লিউইস। তাছাড়া, টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব মায়া ছিল। সেটাই তাঁর কাল হল।

ক্যারি লুইজির গাল লাল হয়ে ওঠে। বলেন, লিউইস অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি টাকা চেয়েছিলেন সৎ কাজে লাগাবার জন্য। নিজের জন্য নয়।

—তাই তিনি আশ্রমের ট্রাস্টের টাকা নয়ছয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন অঙ্কের যাদুকর। অ্যাকাউটেন্সি নিয়ে নাড়াচাড়া করে এমন কতগুলো উপায় বের করেছিলেন, যার সাহায্যে হাজার হাজার টাকা কারও সন্দেহ না জাগিয়ে তহবিল থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। এখানকার মেধাবি ছেলেদের এই বিষয়ে দক্ষ করে তুলেছিলেন। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দিতেন। সেই সব প্রতিষ্ঠানে তারা শেখা বিদ্যার সাহায্যে লিউইসের সিন্দুক ভরছিল। ঝানু হিসেব পরীক্ষকরা এইসব গন্ডগোল ধরতে পারতেন না। তবে ক্রিষ্টিয়ান তা ধরতে পেরেছিল।

তাই সে লিউইসের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে। সাবধান করে। তারপর সকলে যখন জানে যে, এডগার লোসন লিউইসকে তার অফিস ঘরে বন্ধ করে ধমকাচ্ছে, তখন আসলে লিউইস অফিস ঘরে থেকে বেরিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ক্রিস্টিয়ানকে হত্যা করেন। সে সময় এডগার লোসন পাগল ও লিউইসের ভূমিকায় অভিনয় করে যায়। সকলে ভাবে এডগার লোসন লিউইসকে ধমকাচ্ছে। গুলি ছুঁড়ছে। তাছাড়া, ব্যপারটা এত তাড়াতাড়ি করেন যে, তিনি হাফাতে হাফাতে অফিস ঘরের দরজা খোলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, কেউই তাঁর চালাকি ধরতে পারবে না।

মিস্ জেন মারপল সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন। আমেরিকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

# ডাম্ উয়িটনেস্

মার্কেট বেসিং শহরের লিটন গ্রীন হাউসে মিস্ অরানডেল মারা গেলেন পয়লা মেতে। তাঁদের পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। অল্প দিন রোগ ভোগের পর তিনিও ইহলোক ত্যাগ করেন। মিস্ অরানডেল তেমন একটা কেউকেটা ছিলেন না। তবে বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের সঞ্চিত অর্থে তিনি প্রচুর অর্থের অধিকারীনি হয়েছিলেন।

মিস্ অরানডেলের মৃত্যুর পর তাঁর উইলের বয়ান শুনে প্রায় প্রত্যেকটি আত্মীয় স্বজন অবাক হয়ে যান। কেননা, উইলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাঁর বেতন ভুক্ত

সহচরী মিস্ উইলহেলমিনাল'সনকে দিয়ে যান। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি হাবে-ভাবে তাঁর বোন পো চার্লস ও বোনঝি থেরেসা ইত্যাদিদের জানিয়ে এসেছেন যে, তাঁর বিপুল অর্থ প্রত্যেকটি আত্মীয়কে সমান ভাবে ভাগ করে দেবেন।

সে জন্যই হয়ত ইস্টারের আগের শুক্রবার মিস্ আরনডেলের শরীর খারাপের সংবাদ পেয়ে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁকে দেখতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সস্ত্রীক ডাঃ ম্যানিওস, চার্লস, থেরেসা, বেলা, ক্যারোলীন পির্বাড ইত্যাদিরা। প্রত্যেকের চাল চলন দেখে মনে হয়, কখন বুড়ি-মিস্ অরানডেল মারা যাবে।

কিন্তু অসুস্থ থাকলেও মিস্ অরানডেল বেশ সহজভাবে হাঁটা চলা করতে পারতেন। অত তাড়াতাড়ি যে তিনি মারা যাবেন, তা কেউ ভাবতে পারেন নি।

মিস্ অরানডেলের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পরে বিখ্যাত গোয়েন্দা পোয়ারো মিস্ অরানডেলের একটা চিঠি পান। চিঠিতে সোজা সুজি না বললেও আভাষে ইঙ্গিতে তাঁকে হত্যা করার কথা বলা আছে।

পোয়ারোর সহকারী হেস্টিংস বুঝতে পারেন না যে, যিনি স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন, তাঁর হত্যা করার বিষয়ে তদন্ত করার কি আছে! তদন্ত করলেও পোয়ারোর তদন্তের পারিশ্রমিক কে দেবেন?

তবুও পোয়ারোর হতাশ হন না। তিনি তদন্ত শুরু করেন। প্রথমেই তিনি মিস্ অরানডেলের বাড়ির চাকরানী এলেনের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, মিস্ অরানডেলের কাগজ পত্র ঘাটতে ঘাটতে সে পোয়ারোকে লেখা একটা খাম খুঁজে পায়। ভাবে, মিস্ অরানডেল চিঠিটা প্রাপকের কাছে পাঠাতে ভুলে গেছেন। তাই তারা চিঠিটায় ডাক টিকিট লাগিয়ে ডাক বাক্সে ফেলে দেয়।

তারপর তিনি জানতে পারেন যে, বোন-পো চার্লস মাসির কাছ থেকে কিছু টাকা বের করার চেষ্টা করেন। মিস্ অরানডেল তাতে ভীষণ রেগে যান। তিনি একটা পয়সা দিতে চান না। তাতে কথায় কথায় চার্লস মাসিকে হত্যা করার ভয় দেখান। অবশ্য শেষে মিস্ অরানডেল চার্লসকে অল্প কিছু পয়সা দেয়।

জীবিত থাকাকালীন মিস্ অরানডেল একদিন রাত্রে হঠাৎ বাড়ির সিঁড়িতে পড়ে যান। তাতে তিনি বেশ আঘাত পান। অল্প দিনের মধ্যে তিনি বিপদ কাটিয়ে ওঠেন।

মিস্ অরানডেল মিস্ উইলহেলমিনা ল'সনকে যে এত সম্পত্তি দেবেন, তা মিস্-টসন বুঝতে পারেন না। তিনিও হকচকিয়ে যান। তিনি ঠিক করেন যে, মিস্ অরানডেলের মার্কেট বেসিং এর লিটল গ্রীন হাউস বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। তাই তিনি বাড়ির দালাল মার্কেট স্কোয়্যারের "গ্যাবলার" সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

পোয়ারো গ্যারলারের কাছ থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। .... অনেক তথ্য সংগ্রহ করে একদিন পোয়ারো মিস্ অরানডেলের লিটল গ্রীন হাউসে তাঁর পরিবারের

সাতজনকে জমায়েত করেন। চার্লস ও থেরেসা বসেছেন সোফায়। পুরোনো আমলের একটা চেয়ারে বসেছেন ডাঃ ট্যানিওস্। গোল টেবিলের একদিকের একটা চেয়ারে বসে আছেন মিস্ উইলহেলমিনা ল'সন। ডাঃ ডোনাল্ডগন বসেছেন সোজাসুজি পোয়ারোর দিকে মুখ করে।

পোয়ারো খুক্ খুক্ করে কেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলেন, আমরা সকলে আজ এখানে মিস্ অরানডেলের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য সমবেত হয়েছি। মিস্ অরানডেল জীবিত থাকার সময় বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় এনিয়ে কোন অনুসন্ধান করা হয়নি, কারণ সে সময় ওটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। মিস্ অরানডেলের পারিবারিক ডাক্তার ডাঃ গ্রেইঞ্জারও সেই ভেবে তাঁর মৃত্যু সার্টিফিকেটে সই করেছিলেন।

সমাধিস্থ করার পর কোন সন্দেহ দেখা দিলে সাধারণত মৃতদেহ কবর খুঁড়ে বের করা হয়। কিন্তু কতকগুলো বিশেষ কারণে সে পন্থা নেওয়া হয়নি। আমার মক্কেলও হয়ত সেটা পছন্দ করতেন না।

ডাঃ ডোনাল্ডসন পোয়ারোকে বাধা দেন। বলেন, আমার মক্কেল বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন?

—আমার মক্কেল হলেন মৃতা মিস্ অরানডেল। আমি তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করছি। আমার মক্কেলের অনুরোধ ছিল, এ ব্যাপারে যেন কোন কেলেঙ্কারি না হয়। আপনারা সকলে ভাল করেই জানেন যে, মিস্ অরানডেল সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। কারণটাও তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিগত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসেন। বুঝতে পারেন যে, কেউ একজন তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। হয়ত তাঁকে আহত করতে, কিংবা হত্যা করতে।

এই সিদ্ধান্ত নেবার পর তিনি এবার সেই ব্যক্তিটিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। কে হতে পারে? সে সময় বাড়িতে সাতজন লোক ছিল। চারজন অতিথি, তাঁর সহচরী ও আর দুজন বাড়ির ঝি। এই সতজনের ভেতর একজনকে তিনি সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেন। কারণ, তাঁর মৃত্যুতে সে কিছুই লাভবান হচ্ছে না। দুইটি ঝিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। কারণ, প্রথমত তারা বহুদিন ধরে বাড়িতে রয়েছে।

এবার বাকি রইল চারজন। যতদূর আমি শুনেছি, পারিবারিক কুৎসা বাইরে ছড়াক, তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আবার হত্যার প্রচেষ্টার কাছে নীরবে আত্ম সমর্পণ করার মত মহিলাও ছিলেন না তিনি।

মিস্ অরানডেলের চারজনের প্রতি ভাসা ভাসা সন্দেহ হয়। তার মধ্যে একজনের ওপর সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। সম্ভবত তিনি হলেন পুরুষ। যদি তিনি মিসেস ট্যানিওসকে

সন্দেহ করতেন, তাহলে শুধুমাত্র নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হতেন। কখনও পারিবারিক সম্মানের প্রসঙ্গ তুলতেন না।

এই যুক্তি মিস্ থেরেসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু মিঃ চার্লসের ক্ষেত্রে নয়। চার্লসের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। একবার চার্লসই তাঁর পরিবারের মর্যাদাহানির কারণ হয়েছিলেন। তাঁর মতে, তিনি তাঁর স্বাক্ষর জাল করেছিলেন। হাসির ছলে তাঁকে খুনের কথা শুনিয়েছিলেন।

একুশ তারিখে মিস্ অরানডেলের আইনজীবি পারভিস এসে তাঁকে দিয়ে উইলে সই করিয়ে নেন। তিনি চার্লসকে উইলের বিষয়বস্তু জানিয়ে দেন। যাতে তাঁর মৃত্যুর পর কোন ঝামেলা না করেন।

আমার সন্দেহের গন্ডি মিস্ অরানডেলের মত খুবই ছোট। আমার সন্দেহের তালিকায় আছেন সাতজন। তাঁরা হলেন চার্লস অরানডেল, থেরেসা অরানডেল, ডাঃ ট্যানিওস, মিসেস ট্যানিওস, বাড়ির দুই কর্মচারিণী ও মিস্ ল'সন। আরও একজনকে অবশ্য ধরা যেত, তিনি হলেন, ডাঃ ডোনাল্ডসন। তিনি দুর্ঘটনার দিন রাত্রে সে বাড়িতে সান্ধ্যাভোজে উপস্থিত ছিলেন।

এই সাতজনকে আমি দুভাগে ভাগ করেছিলাম। এঁদের মধ্যে ছজনই মিস্ অরানডেলের মৃত্যুতে অল্প বিস্তর লাভবান হবেন। তাই এদের মধ্যে যদি তাঁকে হত্যা করে থাকেন, তবে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অর্থ লাভ করা। আমার দ্বিতীয়ভাগে মাত্র একজনই পড়লেন। তিনি হলেন মিস্ ল'সন। তিনি অবশ্য মিস্ অরানডেলের মৃত্যুতে লাভবান হতেন না। কিন্তু দুর্ঘটনার দরুন তিনিই সব চাইতে বেশী উপকৃত হন। এর অর্থ, মিস্ ল'সন যদি খুনের মঞ্চ তৈরী করে থাকেন.....

—না, না, আমি কখনই ওধরনের কাজ করিনি। আপনি আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন! মিস্ ল'সন চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান।

—একটু ধৈর্য ধরুন ম্যাডাম। দয়া করে আমার কথায় মাঝখানে কোন কথা বলবেন না।

—নিশ্চয়ই বলব। একশো বার বলবো। আপনি আমার নামে অপমানকর মন্তব্য করবেন, আর তা শুনে আমি চুপ করে যাব, বলতে চান?

পোয়ারো মিস্ ল'সনের কথায় কোন গুরুত্ব দেন না। তিনি বলে চলেন, মিস্ ল'সন দুর্ঘটনার মঞ্চস্থল তৈরী করেন। তিনি ভেবেছিলেন, এর দ্বারা স্বভাবতই মিস্ অরানডেলের সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়বে তাঁর পরিবারের লোকজনের ওপর। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

তাহলে বাকি রইলেন থেরেশা, ডাঃ ট্যানিওস, মিসেস ট্যানিওস ও ডাঃ ডোনাল্ডসন। ডাঃ ডোনাল্ডসন আবার দুর্ঘটনার দিন মিস্ অরানডেলের বাড়িতে সান্ধ্যাভোজে উপস্থিত

ছিলেন।

তাই প্রথমে আমি মিস থেরেসাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করি। উনি সাহসী, নির্মম স্বভাবের ও তাঁর মধ্যে নীতি বোধও কম। স্বার্থপর ও লোভি হিসেবে জীবনযাপন করেন। যা তিনি চান, তা হাতের মুঠোয় না আসা পর্যন্ত তিনি শান্ত হন না।

সঙ্গে সঙ্গে থেরেসা বলে ওঠেন, আমি আপনাকে সত্যি ঘটনাই বলছি। সত্যি বলতে কি, লিটলগ্রীন হাউসে একটা টিন থেকে আমি খানিকটা আগাছার ওষুধ সরিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না। আমি বেঁচে থাকতে চাই। জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। তবে কাউকে হত্যা করে নয়।

মিসেস ট্যানিওসকে দেখে থেকে আমার সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু প্রমাণ না থাকায় আমি এ বিষয়ে মুখ খুলতে পারিনি। খুন করেও মিসেস ট্যানিওস কিন্তু প্রচণ্ড রকমের হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। যে উদ্দেশ্যে খুন, সেই টাকাই সব চলে গেল মিস্ ল'সনের হাতে। এটা তাঁর কাছে এক সাংঘাতিক আঘাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগোচ্ছিলেন। তিনি চেষ্টা করেলেন মিস ল'সনের বিবেক চেতনা জাগিয়ে তোলার। সেদিকেও মিস ল'সন নিজেও খুব বিচলিত অবস্থায় ছিলেন।

হঠাৎ জোরে কান্নার শব্দ হয়। মিস ল'সন রুমাল মুখে চেপে কেঁদে উঠলেন। শেষে মিসেস ট্যানিওস সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি স্বামীকে ত্যাগ করে মিস্ ল'সনের অনুগ্রহের ওপর নিজেকে ছেড়ে দেবেন। সরাসরি খুনে অভিযোগ আনবেন স্বামীর বিরুদ্ধে! আমি যদি সক্রিয় না হতাম, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, ডাঃ ট্যানিওসই হতেন তাঁর পরবর্তী বলি। আমি মিসেস ট্যানিওসকে তাঁর নিজের নিরাপত্তার মিথ্যে ওজর দিয়ে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে তাঁকে আলাদা সরিয়ে দিলাম। উনি এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলেন না। আসলে এটা ছিল তাঁর স্বামীর নিরাপত্তা।

ওতো ছিল সাময়িক ব্যবস্থা, আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে, খুনী আর খুন করবেন। নিরপরাধির নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছিলাম আমি। তাই এই কেসে আমার নজস্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে লিখে ফেললাম, ও সেটা তুলে দিলাম মিসেস ট্যানিওসের হাতে।

ডাঃ ট্যানিওস ফুঁপিয়ে উঠলেন। বললেন, ওঃ ভগবান। শুধু এই কারণে ও নিজেকে শেষ করে ফেলল! মিস্ অরানডেলের মত একজন ভাল মহিলাকে চালাকি করে হত্যা করল!

—এটাই কি সব চাইতে সহজ উপায় ছিল না ডাঃ ট্যানিওস? অন্তত উনি তো সেইরকমই ভেবেছিলেন। ছেলেমেয়েদের কথাও তো তাঁকে চিন্তা করতে হবে।

পোয়ারো ডাঃ ট্যানিওসের কাছে আসেন। তাঁর কাধে হাত দেন। বলেন, এটা ঘটতই। বিশ্বাস করুন, এছাড়া অন্য পথ ছিল না। তা না হলে হয়ত আরও অনেক মৃত্যু

ঘটত। প্রথমে আপনি, তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী মিস্ ল'সন ইত্যাদি এইভাবেই চলতে থাকত।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাঃ ট্যানিওস বলেন, একদিন একটা ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে চেয়েছিল আমার স্ত্রী। কিন্তু ওর মুখে চোখে কি যেন একটা ছিল, যা দেখে আমি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিই। তখন থেকেই আমার স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা আমার মনে হয়।

কিছুদিন পরে থেরেসা সঙ্গে ডাঃ ডোনাল্ডসনের বিয়ে হয়। উকিল পারভিস সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা নূতন উইলের খসড়া তৈরী করেন। এর দ্বারা মিস অরানডেলের সম্পত্তি, মিস ল'সন, দুই অরানডেল ভাই-বোন ও বেলা ট্যানিওসের ছেলে মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

বছর খানেক পরে চার্লস তাঁর ভাগ নিয়ে সরে পড়েন। যতদূর জানা যায় যে, তিনি এখন বৃটিশ কলম্বিয়াতে আছেন। পারিশ্রমিক হিসাবে পোয়ারো মিস্ অরানডেলের পোষা একটা সুন্দর কুকুর পান। কুকুরটার নাম হল বব। পোয়ারো তাতেই খুশী।

# ডেস্টিনেশন্ আন্‌নোন্

আমেরিকার প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস চার্লস বেটারটন শূন্যশক্তির পরমাণু বিভাজন আবিষ্কার করে রাতারাতি নাম করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বিয়ের অল্পদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা যান। নিদারুণ শোকে ও হতাশায় তিনি আমেরিকা ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন। ইংল্যাণ্ডের হারওয়েলে প্রায় দেড় বছর থাকেন। সে সময় তিনি অলিভাকে বিয়ে করেন। বিয়ের আগে অলিভা একটি বীমা সংস্থায় কাজ করতেন। টমাস চার্লস বেটারটন অলিভাকে পেয়ে মনে শান্তি পান। কাজ কর্মে মনোযোগ দেন।

আগস্ট মাসের শেষাশেষি বেটারটন প্যারিসে এক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য প্যারিসে যান। সম্মেলনের প্রথম দুদিন তিনি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন তিনি সম্মেলনে যোগ দেন না। সে সময় তিনি সেন নদীতে এক ধরনের ছোট নৌকো, নাম ব্যাটো ম্যায়তে চড়ে তিরতির করে ঘুরে বেড়ান। সেই সেন নদীতে বিহার করার পর আর বিটারটনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। নানান জায়গা থেকে পুলিশ কর্তা জেসপ ও কর্নেল হোয়ারটনের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। অনেক চেষ্টা করেও জেসপ, কর্নেল হোয়ারটন ইত্যাদিরা টমাস চার্লস বেটারটনের সন্ধান পান না।

এই সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য অলিভ বেটারটন স্পেন অথবা মরক্কোতে বেড়াতে যেতে চান। পুলিশ কর্তা জেসপ অনুমতি দেন। তবে বেটারটনের নিরুদ্দেশের

ব্যাপারে তাঁরা দ্বতীয় পক্ষের স্ত্রী অলিভার যে যোগসাজস আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না জেসপের। তিনি অলিভের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেন।

অন্যদিকে মিস্ হিলারী ক্র্যাভেন নিজের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্লেনে ইংল্যাণ্ড থেকে মরোক্কো যাবার পথে ক্যাসাব্লাঙ্কায় নামেন। শুল্ক বিভাগের ঝামেলা চুকিয়ে তিনি একটা হোটেলে ওঠেন। কিন্তু ক্যাসাব্লাঙ্কায় এসেও তিনি নিজের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন না। জীবনের ওপর ধিক্কার আরও বেশী করে দেখা দেয়। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েন। ঘুমের ওষুধ কেনার জন্য ওষুধের দোকানে যান। ঘুমের ওষুধ ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়া বেশী বিক্রি হয় না জেনে, তিনি একাধিক দোকান থেকে ঘুমের ওষুধ কেনেন। কিন্তু অদ্ভুৎ ব্যাপার, তিনি যে যে ওষুধের দোকানে যান, সেই সেই ওষুধের দোকানে ক্রেতা হিসেবে একটি লোককে যেতে দেখেন!

হোটেলে ফিরে ডিনারের পোশাক পরে তিনি হোটেলের খাবার ঘরে যান। এরই মধ্যে হোটেলের প্রায় সকলে ডিনার খেয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে গেছেন। এখনও তিনি ওষুধের দোকানে যে লোকটাকে দেখেছিলেন, সেই লোকটিকে ডিনার খেয়ে কাগজ পড়তে দেখেন। তিনি কোন রকমে ডিনার শেষ করেন। হোটেলের বয়কে তাঁর ঘরে খাবার জল দিতে বলেন। মনে মনে বেশ হাল্কা বোধ করেন। কেননা, আজকে তাঁর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার শেষ সময়। ঘুমের বড়িগুলো গিলে শুয়ে পড়ার পর ঘুম। সে ঘুম আর কোনদিনও ভাঙ্গবে না।

তিনি হাত বাড়িয়ে বড়িগুলো তুলে নেন। ঠিক সে সময় কে যেন তাঁর ঘরের দরজায় আঘাত করে! এই বিদেশ বিভূইয়ে ঠিক এ সময় কেই বা তাঁর দরজায় আঘাত করতে পারে, তা ভেবে পান না। তাঁর ঘুমের বড়ি খাওয়া আর হয়ে ওঠে না। তিনি বড়ি হাতে সর্তকভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কি যে করবেন, ভেবে পান না।

এক সময় ভেতর থেকে লাগান দরজার চাবিটা খুব আস্তে আস্তে উল্টোদিকে ঘোরে। হঠাৎ একটু ঝাঁকুনি খেয়ে চাবিটা এগিয়ে এসে শব্দ করে মেঝের ওপর পড়ে যায়। দরজার হাতলটা ঘুরতে লাগল। দরজা আস্তে আস্তে খুলে যায়। একজন লোক ঘরে ঢোকে! লোকটা যে ওষুধের দোকানে পেছু নেওয়া লোক, তাতে হিলারী ক্র্যাভেনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

লোকটা ঘুরে মেঝে থেকে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজার ফুটোয় লাগিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দেয়। তারপর এগিয়ে এসে হিলারীর মুখোমুখি বসে। ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমার নাম জেসপ। এখানকার পুলিশ প্রধান। আপনি ভাবছেন, ঘুমের বড়িগুলো খেলেই আপনি এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু আসলে তা হয় না। ঐ বড়ির গুনে কখনও বা চামড়ার ওপর পঁচা ঘা ইত্যাদি দেখা দেয়।

হিলারী রেগে যান। বলেন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছেন? আপনি দয়া করে হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তা না হলে, আপনার কপালে দুঃখ আছে। আপনি জানেন, আমার স্বামী, যাঁকে আমি মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে! আমার একমাত্র সন্তান, ম্যানেনজাইটিসে ভুগে ভুগে কি যন্ত্রণা পেয়েই না মারা গেছে। বর্তমানে আমার কোন ঘনিষ্ট বন্ধু নেই। কোন আত্মীয় স্বজন নেই। করার মত এমন কোন কাজ বা সখ-আহলাদ নেই আমার, যার জন্য বেঁচে থাকতে মন চাইবে?

জেসপ সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, একটা নূতন উপায়ের কথা ভাবছিলাম। তাতে যেমন আনন্দ পাওয়া যাবে। উত্তেজনাও পাবেন। আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকার মত ব্যবস্থা হবে, এ বিষয়ে নিশ্চত থাকতে পারেন। এতে আপনার মৃত্যু না হবার সম্ভাবনা একশো ভাগের এক ভাগ। আশাকরি, এ বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকবে না।

—আপনি অযথা সময় নষ্ট করবেন না। যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। হিলারী বিরক্তের সঙ্গে বলেন।

—আপনি ভাল করেই জানেন যে, ঠিক দুমাস আগে ইংল্যাণ্ডের একজন বৈজ্ঞানিক প্যারিসে কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য যান। তাঁর নাম হল টমাস চার্লস বেটারটন। সেখান থেকে তিনি উধাও হন। ইংল্যাণ্ডে তাঁর স্ত্রী অলভ বেটারটন থাকেন। এতদিন স্বামীকে না পেয়ে তিনি পাগলের মত হন। শেষে তাঁদের পারিবারিক ডাক্তারের নির্দ্দেশে তিনি ক্যাসাব্লাঙ্কারের উর্দ্দেশ্যে রওনা হন। অবশ্য আমাদের লোকেরা সাদা পোশাকে তাঁর ওপর নজর রাখা হয়। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনার চেহারার সঙ্গে মিসেস অলিভ বেটারটনের হুবহু মিল আছে।

যে বিমানটি করে মিসেস অলিভ টোরটন ক্যাসাব্লাঙ্কারের দিকে আসছিলেন, পথে হঠাৎ বিমানটি দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়। বিমানটা মাটিতে আছড়ে পড়ে। সাংঘাতিক আহত অবস্থায় মিসেস অলিভকে বিমানের ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে বের করা হয়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে। তবে হাসপাতালের ডাক্তারদের ধারণা, আগামী কাল সকাল পর্যন্ত তিন বাঁচবেন না।

আমার অনুরোধ আপনি যদি এখন থেকে মিসেস অলিভ বেটারটন সেজে আমাদের নির্দেশ মত এগোন, তা হলে কে বা কারা বৈজ্ঞানিক টমাস্ চার্লস বেটারটনকে অপহরণ করেছেন, ও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অলিভ বেটারটন যে বিমানে করে আসছিলেন, সেই বিমান পরিকল্পনা মত ধ্বংস করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন, তা বুঝতে পারব। তবে এ বিষয়ে আপনাকে যতদূর সম্ভব তৈরী করার পর কাজ করতে দেব।

জেসপের বিশয অনুরোধ ফেলতে পারেন না হিলারী। পর পর পাঁচটা দিন প্রচণ্ড

মানসিক পরিশ্রম গেলেও হিলারীর, শারীরিক কোন পরিশ্রমই করতে হয়নি। হাসপাতালের একটা নির্জন ঘরে বসে তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত রইলেন। সারাদিন যা পড়াশোনা করেন, সন্ধ্যায় তার পরীক্ষা দিতে হয়। অলিভ বেটারটনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যতটুকু খোঁজ-খবর পাওয়া গেছে, সবগুলো লিখে হিলারীকে পড়তে দেওয়া হয়। সেগুলো পড়ে তাকে প্রতিটি অক্ষর মনে গেঁথে রাখতে হয়।.....।

দুর্ঘটনার পাঁচদিনের দিন বিকেলবেলাই মিসেস অলিভ ওরফে হিলারী বেটারটন হাসপাতাল থেকে চলে গেলেন। একটা অ্যাম্বুলেন্স তাঁকে সেন্ট লুই হোটেলে পৌঁছে দেয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি ম্যারাকেশের দিকে রওনা হন। সঙ্গে যান মিসেস কেলভিন বেকার, অ্যানড্রু পিটার্স, টরকুইল এরিকসন, ডাঃ ব্যারণ, মিস নীডহেইম ও মিসেস হেদারিংটন। প্লেনটাতে মাত্র ছজন যাত্রী ছিলেন।

এক সময় প্লেনটা অনেক নিচে নামে। আকাশে চক্কর দিতে থাকে। পরে চাকা মাটি ছুঁতে প্লেনটা লাফিয়ে ওঠে। হোঁচট খেতে খেতে এক সময় থেকে যায়। প্লেনের পাইলট অনুরোধ করেন, দয়া করে আপনারা প্লেন থেকে নেমে পড়ুন।

পেছনের দরজা খুলে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দিয়ে তিনি সকলের নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় রইলেন। তিনি বললেন, প্লেনের কোন গন্ডগোল হয়নি। এখান থেকে আপনাদের একটা মালগাড়ি করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সত্যিই একটু করে একটা মালগাড়ি মরুভূমির ভেতরের রাস্তা দিয়ে আসে। প্লেনের পাইলটের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেয় মালগাড়ির চালক। হিলারী তাঁদের ঝগড়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। মালগাড়ি থেকে ছটা মৃতদেহ বের করে প্লেনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যেন মনে হয় তারা প্লেনের যাত্রী!

প্লেনের পাইলটের অনুরোধে বিমানের ছ'জন যাত্রী মাল গাড়ীতে উঠে বসেন। ভয়ে ও উত্তেজনায় হিলারীর গলার মুক্তোর মালাটা ছিঁড়ে যায়। তিনি ছড়ান মুক্তোগুলো তুলে তুলে পকেটে রাখেন। মালগাড়ি বেশ জোরে চলতে শুরু করে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দূরের আকাশের গায়ে লাল আভা দেখা দেয়। বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ হয়। সহযাত্রী আনড্রে পিটার্স মন্তব্য করেন, প্লেনটার দুর্ঘটনায় ছজন যাত্রী নিহত হল! অবশ্য তারা সকলেই অনেক আগে মারা গেছে।

অনেকক্ষণ এবড়ো খেবড়ো পথের ঝাঁকুনিতে মালগাড়ির যাত্রীদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হয়, মালগাড়ি কখনও মেঠো পথ, কখনও বা কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। বেশ কয়েক ঘন্টা চলার পর মালগাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। মালগাড়ির ড্রাইভারের কথায় যাত্রীরা সকলে মালগাড়ি থেকে নেমে পড়েন। রাতের অন্ধকার কাটলে হিলারীর মনে হয় তাঁরা একটা ছোট মরুভূমির গ্রামে এসেছে রাত কাটাবার জন্য। গ্রামবাসীরা হিলারীদের যথেষ্ট খাতির যত্ন করে। খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হিলারীরা দেখেন, তাঁদের ঘরের দরজার বাইরে কিছু গ্রাম্য পোশাক রাখা আছে। গ্রামের মোড়লের কথায় অভিযাত্রীরা সকলে নিজেদের শহুরে পোশাক ছেড়ে গ্রাম্য পোশাক পরেন। আধুনিক পোষাকগুলো ঘরে পড়ে রইল। সমস্ত দিন চারদিকে ঘোরা ও আড্ডা দিয়ে হিলারীর সময় কেটে যায়।

সন্ধ্যে পেরিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। এবার মাথা খোলা একটা বড় গাড়ি। প্রত্যেকের পরণে গ্রাম্য পোশাক। পুরুষদের গায়ে জড়ানো আলখাল্লা ও মেয়েদের মুখঢোকা বোরখা। ছজন যাত্রী নিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে গাড়ি চলেছে।

এভাবে পরপর তিনদিন কেটে গেল। ছোট্ট একটা শহরের গ্রাম্যে হোটেলে এসে উঠেছে হিলারী বেটারটন ও তাঁর সহযাত্রীরা। এখানে আবার তাঁরা পাশ্চাত্যের আধুনি পোশাক পরলেন। খুব সকালে একটা একটা গাড়ি করে তাঁরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছুলেন। বিমান বন্দরটি চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত একটা বিমানঘাঁটি। প্লেনে করে তাঁরা আবার যাত্রা করেন। কয়েক ঘন্টা পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে উড়ল প্লেনটা।

সন্ধ্যে নাগাদ হিলারীরা প্লেন থেকে নামলেন। চারদিকে পাহাড়-ঘেরা সমতল জায়গা। এককালে যে একটা কর্মব্যস্ত বিমানবন্দর ছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। পাশেই একটা বেশ বড়সড় সাদা বাড়ি। সেখানেই যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হল। এতদিনে যাত্রা শেষ হল। খুব খুশি খুশি মেজাজ সকলের। এর মধ্যে মিসেস বেকার বলেন, এখন ভেতরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া যাক। তার মধ্যে গাড়ি তৈরী হয়ে থাকবে।

যাত্রিদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে একজন চাকর জানায় যে, যাত্রীদের গাড়ি তৈরী আছে। এবার যাত্রীদের গাড়িতে যেতে হবে। যাত্রীরা চাকরের সঙ্গে বাড়ির বাইরে আসেন। দেখেন, দুটো ক্যাডিলাক গাড়ি, পাশে দাঁড়িয়ে দুজন ধোপদুরস্ত ড্রাইভার। যাত্রীরা গাড়িতে বসার পর ড্রাইভাররা গাড়ি ছোটায়। প্রায় দুঘন্টা পথ পাড়ি দিয়ে গাড়ি পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে থাকে। শেষে একটা বিরাট উঁচু লোহার ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়। ড্রাইভাররা বলে, এখানে আপনাদের নেমে যেতে হবে ম্যাডাম। ভেতরে গাড়ি নিয়ে যাবার হুকুম নেই।

যাত্রীরা গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা আপনা আপনি খুলে যায়। সাদা পোশাক পরা একজন লোক হাসিমুখে তাদের ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করে। দরজা দিয়ে ঢুকে এক পাশে উঁচু তারের জাল দিয়ে ঘেরা একটা বাগান। সেখানে কয়েকজন লোক পায়চারি করছে। তাদের ভাল করে লক্ষ্য করে হিলারী আতঙ্কে চিৎকার করে বলে, ও কি। ওরা যে কুষ্ঠরোগী। .....

অনেক গোলক ধাঁধা আঁকা বাঁকা পথ ঘুরে ডাঃ ভ্যান হীদেম হিলারীকে একটা

শেষ পর্যন্ত সত্যিই আমরা তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে আনতে সক্ষম হলাম। তার পরেই ভ্যান হীদেম হিলারীকে ঘরের ভেতরে যাবার পথ করে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

হিলারী জানালার কাছে একজন লোককে ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তিনি অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু টম বেটারটনকে যেমন দেখতে হবে বলে মনে করেছিলেন, আসলে তাঁকে সে রকম দেখা যায় না। এই বিভ্রান্তিকর চমকই তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিল। এবার তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে সাংঘাতিক কৌশলটাকে কাজে লাগান। তিনি দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে পেছিয়ে এলেন। আতঙ্ক-জড়ান, অস্থির কাঁপা গলায় তিনি প্রায় চিৎকার করে ওঠেন। বলেন, না, না, এতো টম নয়! ইঁনি আমার স্বামী নন। নিজের অলিভ বেটারটনের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে বিস্মত হন।

ঠিক সে সময় টমাস্ চার্লস বেটারটন অট্টহাস্য করে ওঠেন। হিলারীর দিকে এগিয়ে আসেন। বলেন, প্লাষ্টিক সাজরী করে ডাঃ ভ্যান হীদেম আমার মুখের চেহারা এমন পাল্টে দিয়েছেন যে, আমার স্ত্রীও আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না। তারপর হিলারীর আরও কাছে আসেন। ডাঃ ভ্যান হীদেমের কান বাঁচিয়ে হিলারীকে বলেন, অভিনয় চালিয়ে যাও। তবে সব সময় সাবধান থেকো। জায়গা ভীষণ সাংঘাতিক।

তারপর তিনি বহুকাল পরে স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনে উচ্ছাসিত অথচ মধুর হাসিতে অস্থির হয়ে পড়েন। বলেন, এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না যে, অলিভ সত্যিই তুমি এলে? এবার বল, আমাকে চিনতে পেরেছো তে?

অলিভ ওরফে হিলারী মাথা ঘোরার ভান করেন। টমাস তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেন। বলেন, আমার খেয়ালই ছিল না। এই কয়দিনের গাড়ির ধকল ও সেই প্লেন দুর্ঘটনায় খুবই কষ্ট গেছে তোমার। পরম পিতার দয়ায় তোমাকে ফিরে পেয়েছি।

অলিভ মনে মনে ভাবে, প্লেন দুর্ঘটনার পর সব কিছুই জানে এরা। অপ্রস্তুতভাবে বলেন, হ্যাঁ, প্লেন দুর্ঘটনা আমাকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দিয়েছে। মাঝে মাঝেই অনেক কথা মনে করতে পারি না। সব যেন কি রকম গুলিয়ে যায়! আর তার ওপর সাংঘাতিক মাথার যন্ত্রণা! তোমাকে দেখে তাই প্রথমে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক বলে মনে হয়েছিল! কেমন যেন সব উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছিল।

এতক্ষণ ডাঃ ভ্যান হীদেম টন বেটারটন ও অলিভের ওপর নজর রাখছিলেন। এবার তিনি বেটারটনকে বলেন, আমি এবার যাচ্ছি। একটু করে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে রেজিষ্ট্রি ঘরে আসবে। এখন কিছুক্ষণ তোমাদের একা থাকা উচিত। তারপরই ডাঃ ভ্যান হীদেম ঘরের দরজা টেনে দিয়ে চলে যান।

সঙ্গে সঙ্গে বেটারটন অলিভের চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন। ফিসফিস করে বলেন, সুন্দর অভিনয় হচ্ছে। চালিয়ে যান। ঘরের মধ্যে কোথাও লুকোন মাইক্রোফোন বা অদৃশ্য চোখ থাকতে পারে ...। টম অলিভকে নিজের থাকার ঘর ঘুরে ঘরে দেখান। বলেন, এখানে কোন কিছুর অভাব নেই। যা চাইবে, তাই পাবে। বাইরে যাবার কোন প্রয়োজন হবে না। তবে এখানে যে একবার ঢোকে, সে জীবিত অবস্থায় বাইরে যেতে পারে না।

অল্প দিনের মধ্যে অলিভ এখানকার প্রায় সকলের সঙ্গে পরিচয় করে নেন। সকলেরই প্রিয় পাত্রী হন।

পাড়াড়ি পথেও ঝড় উড়িয়ে কয়েকটা গাড়ি পাহাড়ের গায়ে বসান বিরাট দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। চারটে গাড়ির প্রথমটায় রয়েছেন ফরাসী মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। দ্বিতীয় গাড়িতে বৃটেনের বাণিজ্য দূত, একজন সংসদ সদস্য ও পুলিশ প্রধান। তৃতীয়টায় রয়্যাল কমিশনের দু'জন প্রাক্তন সদস্য ও দুজন নামকরা সাংবাদিক। তা ছাড়া, তিনটি গাড়িতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী ও তোষামদকারী। চতুর্থ গাড়িতে পুলিশ প্রধান জেসপ, ক্যাপ্টেন লেবল্যাঙ্ক প্রমুখরা।

বিরাট দরজা চট্ করে খুলে যায়। সংস্থার পরিচালক, সহপরিচালক, দু'জন নামকরা ডাক্তার ও একজন রসায়ন শাস্ত্রের গবেষক অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে আসেন। অনেকক্ষণ ধরে অভ্যর্থানা পর্ব চলে। দুপক্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ হতে মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করলেন, আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যারিস্টাইডসকে দেখতে পাচ্ছি না! তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, এখানে আমার সঙ্গে দেখা করবেন! শারীরিক অবস্থা কুশল তো?

সহকারী পরিচালক ব্যস্ততার সঙ্গ বলেন, মঁসিয়ে অ্যারিস্টাইডস গতকালই স্পেন থেকে উড়ে এসেছেন। উঁনি আমাদের জন্য ভেতরে অপেক্ষা করছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি এখন অনুমতি করেন, তবে আমি সকলকে নিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারি।

চমৎকার সাজানো-গোছনো খুবই আধুনিক লাউঞ্জে অতিথিদের অপেক্ষায় বসেছিলেন মিঃ অ্যারিস্টাইডস। আর একবার অভ্যর্থনা, প্রশস্তি ও পরিচয় পর্ব চলল। দুঘন্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু তাঁরা দেখলেন। পরিদর্শনের কাজ শেষ হতে মন্ত্রী মহাশয় খুবই সন্তুষ্ট।

কর্ণেল লেবল্যাঙ্ক ও জেসপ ইচ্ছে করে দল থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়েন। লেবল্যাঙ্ক বেশ উত্তেজিতভাবে বলেন, কই, কোন রকম সূত্র তো পাওয়া যাচ্ছে না!

জেসপ বলেন, এখনও আমি বিশ্বাস হারাতে পাচ্ছি না। এখনও আমার মনে হচ্ছে, যে, আমাদের লোকেরা এখানেই আছে। এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিন্ত। কেননা, আমার সঙ্গে আনা গাইগার কাউটার তাই বলছে।

এক সময় মন্ত্রীমশাই বলে ওঠেন, সব কিছুই এখানে চমৎকার। প্রথম শ্রেণীর সংস্থা

একটা। সদাশয় মিঃ অ্যারিস্টাইডসের আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। এখানে তিনি যে সাফল্য অর্জন করে মানবজাতির কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। এবার আমরা বিদায় নিতে পারি। আপনারা কি বলেন? তারপর মন্ত্রী মশাই জেসপ, কর্ণেল হোয়ারটন প্রমুখর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনারা তো সবই নিজের চোখে দেখলেন। কিছু পেলেন? আপনারা যা সন্দেহ করেছিলেন, যে আশঙ্কা ছিল আপনাদের, তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও এখানে নেই।

জেমস বুকে সাহস এনে বলেন, মাননীয় মন্ত্রীমশাই যদি অনুমতি দেন, তবে আমি কয়েকটা প্রশ্ন এখানকার স্বাস্থ্য অধিকারী ডাঃ ভ্যান হীদেমকে করতে পারি। মন্ত্রী অনুমতি দিলে জেসপ ডাঃ ভ্যান হীদেমকে বলেন, আপনাদের এখানকার ব্যবস্থা খুবই ভাল। আমার কাছে খবর আছে যে, আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাদের এখানে আছেন। ওঁদের সঙ্গে দেখা করে কিছু সুখ দুঃখের কথা না বলে যেতে ইচ্ছে করছে না। তাঁদের একজনের নাম হল মিসেস অলিভ বেটারটন। যতদূর জানি, তাঁর স্বামী এখানে গবেষণার কাজে লিপ্ত আছে। দ্বিতীয় জনের নাম হল অ্যানড্রু পিটার্স। নিবাস আমেরিকায়। রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করাই তাঁর পেশা। তার পরের বন্ধুরা হলেন টরকুইল এরিকসন, মিসেস কেলভিন বেকার, ডাঃ ব্যারণ, মিস্ নীডহেইম ও মিসেস হেদারিংটন।

ডাঃ ভ্যান হীদেম ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, এই নামের সবাই মরক্কোর কাছে একটা প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। এখানে থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া, যে মৃতদেহগুলো পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো ঠিকমত সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁপা কাঁপা স্বরে অবসর প্রাপ্ত জজ লর্ড অ্যালভারস্টোক বলে ওঠেন, কি আশ্চর্য, এতগুলো মৃতদেহের সনাক্ত হয়নি!

জেসপ লর্ড অ্যালভারস্টোককে শোনাবার জন্য বেশ জোরে বলেন, আমার বন্ধুরা যে এখানে বেঁচে আছেন, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। যদি অনুমতি দেন তবে বলতে পারি মহামান্য জজ লর্ড অ্যালভারস্টোক।

অনুমতি পেয়ে জেসপ বলেন, মিসেস অলিভ বেটারটন যখন ফেজ থেকে ম্যারাকেশের পথে রওনা হন, তখন তাঁর গলায় একটা ঝুটো মুক্তোর হার ছিল। সেই হারেরই একটা মুক্তো, প্লেন যেখানে পুড়েছিল, তার থেকে আধ মাইল দূরের একটা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে!

—জোর দিয়ে কি করে বলছেন যে, যে মুক্তোটা পাওয়া গিয়েছে সেটা মিসেস অলিভ বেটারটনের হারেরই? লর্ড অ্যালভারস্টোক প্রশ্ন করেন।

—কারণ, ঐ হারের প্রতিটি মুক্তোয় এমন একটা করে ছোট চিহ্ন ছিল, যা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু শক্তিশালী দূরবীনে দেখা যায়। জেসপ উত্তর দেন। তার সঙ্গে বলেন, আমার সহকর্মী মঁসিয়ে লেবল্যাঙ্কের সামনে এই মুক্তোগুলোর ওপরে আমি এই

চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলাম। তাছাড়া, কিছুদিন আগে আমাদের একটা সন্ধানী প্লেন একটা সঙ্কেত বার্তা ধরে ফেলে। সে বার্তায় ছিল, যাঁদের আপনারা খুঁজছেন, সেই লোকগুলো কোন এক কুষ্ঠ আশ্রমে আছেন।

প্রতিষ্ঠানের মালিক অ্যারিস্টাইডস বলেন, খুবই গুরুতর! কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনাদের যে ভুল পথে নিয়ে আসা হয়েছে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এঁদের কেউ এখানে নেই। আমার এই প্রতিষ্ঠানে যেমন খুশী অনুসন্ধান করার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে।

—ঠিক কোন জায়গা থেকে অনুসন্ধান শুরু করতে হবে, সেটা আমি জানি। সেটা হল আপনাদের দ্বিতীয় গবেষণাগার পেরিয়ে চতুর্থ

বারান্দায় একেবারে শেষে বাঁদিকে যেতে হবে।

হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন ডাঃ ভ্যান হীদেম! হাত লেগে দুটো গ্লাস মোঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে জেসপ বলেন, দেখতেই পাচ্ছেন ডাঃ ভ্যান হীদেম, আমাদের হাতে অনেক পাকা খবর আছে।

মিঃ অ্যারিস্টাইডস নিজের হাত ঘড়ি দেখেন। বলেন, মহাশয়রা আমাকে মাপ করবেন, এবার আপনাদের উঠতে হবে। বিমান ঘাঁটি পর্যন্ত অনেকটা রাস্তা আপনাদের মোটর গাড়ি পাড়ি দিতে হবে। সময়মত পৌঁছতে না পারলে, চারদিকে অবার খবর চলে যাবে আপনাদের সন্ধান করার জন্য!

—আমার মত, শুধু শুধু আমাদের ফিরে যাওয়াটা তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। কারণ, এখানে এমন একটা ঘটনা রয়েছে, যার সম্পূর্ণ তদন্ত একান্ত প্রয়োজন। এই অভিযোগ খণ্ডন করার আইন সঙ্গত সুযোগ এঁদের দেওয়া উচিত মিঃ জেসপ ও সহকারী লেবল্যাঙ্ককে। লর্ড অ্যালভারস্টোক বলে ওঠেন।

হঠাৎ ডাঃ ভ্যান হীদেম ঘুরে দাঁড়ান। একজন মূর চাকর ডাঃ ভ্যান হীদেমের কাছে আসে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান চাকরটির গায়ে কাজ করা সাদা পোশাক। মাথায় মরক্কো টুপি। তিলতেলে কালো মুখটা চকচক করছে। নিগ্রোদের মত পুরু ঠোঁটের আড়াল থেকে পরিষ্কার শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শুনে সকলেই চম্‌কে উঠে অবাক চোখে তার দিকে তাকায়। সে বলে, আপনারা এখনই আমার পরীক্ষা নিতে পারেন। এখানকার সব কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন, মিঃ জেসপ যাঁদের নাম বলেছেন, তাঁরা কেউই এখানে নেই। মিঃ জেসপের সঙ্গে আমি একমত। এখানে অ্যানড্রু পিটাস, টরকুইল এরিকসন ও মিস্টার ও মিসেস বেটারটন ও ডাঃ লুই ব্যারণ এখানেই আছে। আমি তাঁদের প্রতিনিধি সিসেবে কথা বলছি। তারপর সে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সামনে দাঁড়ায়। বলে, এই মুহূর্তে হয়ত আমাকে চিনতে আপনার কষ্ট হচ্ছে স্যার; আমিই হলাম আনড্রু পিটার্স, যাকে আপনারা খুঁজছেন। অন্যান্যরা এখানেই বন্দী অবস্থায় আছেন। এখানে গোপনে গবেষণাগাগুলো

তৈরী করা হয়েছে পাহাড়ের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে। আমার ঠোঁটে প্যারাফিন ইনজেকশন দিয়ে এ রকম করেছে।

মিঃ অ্যারিস্টাইডস ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ধীর শান্ত হতাশ স্বরে বলেন, সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আমার বিশ্বাসের ওপর চরম আঘাত আনা হয়েছে! বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উন্মাদনায় মেতে আপনারা এখানে কি যে করেছেন, তা আমার জানা নেই। ডাঃ ভ্যান হীদেম, যদি এঁদের অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে এই মুহূর্তে সেই লোকদের আপনি এখানে হাজির করুন, যাদের ইচ্ছা বিরুদ্ধে ও বেআইনীভাবে এখানে আটক রাখা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে!

ডাঃ ভ্যান হীদেম জেসপকে ইশারা করেন তাঁর সঙ্গে আসার জন্য। তারপর সংস্থার সংরক্ষিত ঘরগুলো জেসপকে দেখান। জেসপের বক্তব্য সত্যিতে পরিণত হয়। অলিভ ও টন বেটারটন প্রমুখরা মুক্তি পান। জেসপের সঙ্গে তাঞ্জিয়েরের একটা হোটেলে আসেন। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, পিটার্স হল আমার লোক। কিছু ফসফরাসের গুঁড়ো ও তেজস্ক্রিয় পদার্থে ভরা এক সীসার সিগারেট কেস দিয়ে সে এতসব কান্ড কারখানা করে।

তাঞ্জিয়েরে থাকাকালীন বৈজ্ঞানিক মিঃ টমাস চার্লস বেটারটন মিঃ অ্যারিস্টাইডসের সংস্থায় ফিরে যেতে চান। কেননা, তিনি জিব্রাল্টায় পৌঁছলেই সেখানকার পুলিশ তাঁকে মিসেস অলিভ বেটারটনের হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার করবে। আসলে মিঃ বেটারটনের প্রথম স্ত্রীকে তিনি নিজে হত্যা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত নূতন বৈজ্ঞানি তথ্য নিজের নামে চালিয়ে তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হন। হিলারী অনেক বোঝান মিঃ বেটারটনকে। কিন্তু তিনি কোন কথা শোনেন না। তিনি হোটল থেকে চলে যাবার জন্য ঘরের দরজার লক খোলেন। দরজার সামনে তিনজন স্বাস্থ্যবান পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ঘরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দুজন আগন্তুক মিঃ বেটারটনের দুপাশে গিয়ে দাঁড়ান। তৃতীয় জন মিঃ বেটারটনের সামনে দাঁড়ান। বলেন আমরা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে আসছি। আপনাকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা নিয়ে এসেছি। আপনাকে যতক্ষণ মার্কিন সরকারের হাত বিচারের জন্য সমর্পন করা হচ্ছে, ততক্ষণ আপনি আমাদের হাতেই বন্দী থাকবেন।

টমাস চালর্স বেটারটন অট্টহাস্য করে ওঠেন। বলেন, যে চেহারার টমকে খুঁজছেন, আমি তা নই। এমনকি, আমার স্ত্রীও প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি। আপনারা তো দূরের কথা।

অ্যানড্রু পিটার্স মিঃ বেটারটনের হাতের ওপরকার জামার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন। বলেন, আপনি যদি টমাস চার্লস বেটারটন হন, তা হলে আপনার ডান হাতের কনুইয়ের ওপর ইংরাজীতে জেড্ অক্ষরের মত একটা কাটা দাগ থাকবে।

কথা বলতে বলতে পিটার্স বেটারটনের ডান হাতটা মুচড়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেন। বলেন, এই খানেই আপনি আটকে গেছেন মিঃ বেটারটন। এ গোপন কথা জানতে পারলাম, কারণ আপনার হাতে যখন এই ক্ষতটা হয়, সে সময় আপনার প্রথম স্ত্রী এলসা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন।

হোটেলের চত্বরের একদিকে জেসপ সঙ্গীদের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার নানান রকমক জটিলতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কথার মধ্যে নাক গলিয়ে লেবল্যাঙ্কের বলে ওঠেন, মিঃ অ্যারিস্টাইডসের এত একটা জানোয়ারের বিরুদ্ধে আমরা বোধ হয় বেশী দূর এগোতে পারব না।

—ঠিকই বলেছো লেবল্যাঙ্ক। তিনি চিরকালই জয়ী হয়ে আছেন। তবে এবার তাঁর প্রচুর টাকা লোকসান হয়ে গেল। সে শোক তিনি ভুলতে পারবেন না।

# মার্ডার ইজ্ ইজি

ফেনি ক্লেটন রেল ষ্টেশন থেকে পুলিশ অফিসার লিউক ফিৎস্ উইলিয়াম রেলগাড়িতে ওঠেন। গন্তব্যস্থল হল উইচউড আণ্ডার অ্যাশারেজ। আগে ইংলণ্ডে এসেছেন অবসর বিনোদনের জন্য। তার পরেই আবার কর্মস্থলে চলে যেতে বাধ্য হতেন। এবার আর ইংলণ্ড থেকে বাইরে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। বাকি জীবনটা তিনি ইংলণ্ডে কাটাবেন। কেননা, এবার তিনি কর্মস্থল থেকে অবসর নিয়েছেন।

রেলগাড়ির কামরায় মিস্ পিঙ্কারটনের সঙ্গে আলাপ হয় লিউকের। মিস্ পিঙ্করটনের বয়সও কম নয়। তিনি বর্তমানে চার্চের সেবিকা হিসেবে কাজ করেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে, উইচউড আণ্ডার অ্যাশরেজে অজ্ঞাত কারণে বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা মারা গেছেন! কারণ বের করতে না পারার জন্য সকলেই চিন্তিত। এক একজন এক এক রকম বলছেন!

মিস পিঙ্কারটন লিউকে অনুরোধ করেন ব্যাপারটার সমাধান করতে। উইচউড আণ্ডার অ্যাশরেজ এর অধিবাসীদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে।

লিউক প্রথমে রাজি হন না। শেষে মিস্ পিঙ্করনের অনুরোধ ফেলতে পারেন না। বেসরকারী তদন্ত করতে রাজি হন। ঠিক সময়ে ট্রেন ষ্টেশনে আসে। লিউক মিস্ পিঙ্কারটনের জন্য ট্যাক্সি ঠিক করতে ব্যস্ত হন। কিন্তু মিস্ পিঙ্কারটন টিউব ট্রেনে ট্রাফালগার রেল ষ্টেশনে চলে গেলেন। সেখান থেকে হাঁটা পথে হোয়াইট হলে চলে যান।

আসেন, তিনি জিমির কাছে থাকেন। সকাল বেলা আয়েস করে লিউক খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা সংবাদের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েন। খবরটা তাঁর বিশ্বাস যোগ্য মনে হয় না। কেননা, ট্রেনে যে বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে লিউকের আলাপ হয়েছিল, তিনি হোয়াইট হলের রাস্তা পার হতে গিয়ে একটা গাড়ীর তলায় চাপা পড়েন। তাতেই তিনি প্রাণ হারান।

লিউক আর দেরী করেন না। তিনি বন্ধু জিমির ফোর্ড, ভি, ৮ গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন উইচউড আণ্ডার অ্যাশরেজের উদ্দেশ্যে। খবরের কাগজে লেখা "আঙ্কলবি: ১৩ই জুন, নিজ গৃহ, সানগেট, উইচউড আণ্ডার অ্যাশরেজ, আকস্মিক মৃত্যু। জন এডোয়ার্ড আম্বল্‌বি, এম, ডি, জেসমী রেরাজ্ আম্বলবির স্বামী। আগামী শুক্রবার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া।" সঙ্গে জেন। জিমি হল ব্রিজেট কনওয়ের দূর সম্পর্কের ভাই। ব্রিজেট কনওয়ে লর্ড লুইটফিল্ডের সেক্রেটারী। অবশ্য পরে সে লর্ড লুইটাফিল্ডের বাগদত্তা হয়। যেহেতু জিমি ও ব্রিজেট কনওয়ের প্রচুর আত্মীয় স্বজন, তাই জিমির পরামর্শ মত লিউক উইচউড আণ্ডার অ্যাশরেজে ব্রিজের দূর সম্পর্কের ভাই হিসেবে ওঠেন। হত্যা কাণ্ডের ব্যাপারে ব্রিজেটের পরামর্শ ও সাহায্য চান।

ব্রিটেজ ২৮/২৯ বছর বয়সী যুবতী। বুদ্ধিদীপ্ত, চেহারা দেখে মনে হয়, নিজে থেকে কিছু না বললে ওর কাছ থেকে কোন খবর বের করা সম্ভব নয়। ব্রিজেট লিউককে বাড়ীর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে বলেন, গর্ডন, লর্ড লুইটাফিল্ড, মিসেস অ্যানস্ট্রুয়ার ইত্যাদি। সকলকে বলা হয়, লিউক একটা বই লেখার জন্য এখানে এসেছেন।

ব্রিজেট কনওয়ের সহায়তায় গর্ডন, লর্ড লুইটফিল্ড, মিসেস অ্যানষ্ট্রুথা, ডাঃ রোজ আম্বলবি ও পাড়ার প্রায় সকলের সঙ্গে হত্যার বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের ওপর হত্যা কাণ্ডের ব্যাপারে সন্দেহ হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তেমন কিছু করতে পারেন না।

মিস্ ওয়েনফ্লিটের বাড়ীতে ব্রিজেট ও লিউক আসেন। কথা প্রসঙ্গে মিস্ ওয়েনফ্লিট বলেন, গর্ডন বোধহয় একথা বিশ্বাস করে যে, আমি কখনও এমন কিছু করতে পারি না যাতে ওর কোন রকম বিপদ হতে পারে।

অপ্রত্যাশিতভাবে লিউক প্রশ্ন করেন, অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে আপনি তো ওঁকে সাবধান পর্যন্ত করেছিলেন।

—ঠিকই বলেছেন মিঃ লিউক। আকারে ইঙ্গিতে আমি ওকে একথা বলতে চেয়েছিলাম যে, ও যাদের ওপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট, বেছে বেছে তারাই একের পর এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুৎ!

—ওঁর প্রতিক্রিয়া দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, ও তার ধারে কাছে গেল না। বরঞ্চ মনে হল, ও যেন বেশ খুশী। বলে, ও, তোমার চোখেও তা হলে পড়েছে?

—একেবারে আস্ত পাগল। লিউক বলেন।

কথা বলতে বলতে মিস্ ওয়েনফ্লিট ব্যস্ততার সঙ্গে লিউককে প্রশ্ন করেন, গর্ডনের কি ফাঁসী হবে?

—না, না, হয়ত ব্রডমুরের নির্বাসনে পাঠাবেন।

নিজের শরীরটা চেয়ারের পেছনে এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন মিস্ ওয়েনফ্লিট। বলেন, তবু তো বেঁচে থাকবে। আমি তাতেই খুশী। তারপর তিনি ব্রিজেটের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক কাপ চা তৈরী করে আনেন। ব্রিজেট ভদ্রতার খাতিরে চায়ের কাপটা নেয়।

সে সময় পরিচারিকা এমিলি আসে। মিস্ ওয়েনফ্লিটকে প্রশ্ন করে, আপনি আমাকে কুঁচি দেওয়া বালিশের ঢাকনাটা বালিশে পরাতে বলেছেন?

মিস ওয়েনফ্লিট এমিলিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এই সুযোগে ব্রিজেট কাপের চা জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দেয়। একটুর জন্য মিস ওয়েনফ্লিটের পোষা বেড়াল ওয়াঙ্কিপুরের গায়ে গরম চা পড়ে না। সে ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় শব্দ করতে আরম্ভ করে।

সে সময় ওয়েনফ্লিটের টেলিফোন বেজে ওঠে। ব্রিজেট টেলিফোনটা ধরে। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে লিউস বলেন, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া উচিত হবে না। কেননা, স্কটল্যাণ্ড বিভাগের গোয়েন্দাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্যাট্‌ল্ এই মাত্র অফিসে এলেন। একটু গোছগাছ না করে তিনি কি করে অফিস থেকে বেরুতে পারেন। কাজেই, তুমি মিস্ ওয়েনফ্লিটের বাড়ীতে থাক।

ব্রিজেট টেলিফোনের রিসিভার যথাস্থানে রাখে। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ব্রিজেট বেশ বড় করে হাই তোলে।

ব্রিজেটের ক্লান্তির হাবভাব মিস ওয়েনফ্লিটের নজর এড়ায় না। তিনি বলেন, বড্ড ক্লান্তি অনুভব করছো? তুমি সোফা-কাম-বেডে শুয়ে পড়। তাছাড়া, আর একটা কাজ করতে পার। তা হল, কিছু পুরোন কাপড়-চোপড় নিয়ে কাছেই একটি মহিলার বাড়ী যাচ্ছি। মাঠের মধ্যে সুন্দর রাস্তা দিয়ে যাব। দুপুরের খাবার আগেই আমরা ফিরে আসব। আমার সঙ্গে তুমি যাবে?

ব্রিজেট রাজী হয়। ওরা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। মিস্ ওয়েনফ্লিটের মাথায় একটা ঘাসের টুপি ও হাত দস্তানা। এমন অসময়ে দস্তানা পড়তে দেখে ব্রিজেটের বেশ মজা লাগে।

রাস্তায় মিস্ ওয়েনফ্লিট গ্রামের টুকরো টুকরো ঘটনা উল্লেখ করে বেশ সরস আলোচনা করেন। পর পর দুটো মাঠ পেরিয়ে এরা একটা সরু গোছের ভাঙ্গা রাস্তা ধরে গিয়ে পড়েন একটা রুক্ষ ধূসর জঙ্গলের মধ্যে। মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় হাঁটতে এক একটা গরম দিনে ব্রিজেটের ভালই লাগছিল।

মিস্ ওয়েনফ্লিট বসে খানিকটা বিশ্রাম করতে চাইলেন। বলেন, আজ দিনটা সত্যিই প্রচণ্ড গরম। তোমার গরম লাগছে না ব্রিজেট? আজকে বোধ হয় ঝড় উঠবে।

ব্রিজেট একটু উঁচু মতন জায়গায় ঠেস দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায় বসে। একটা ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে ও চোখ বন্ধ করে। একটু পরে চোখ অল্প খোলে। দেখে, মিস্ ওয়েনফ্লিট তার দিকে ঝুঁকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে আবার প্রশ্ন করেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে, তাই না?

সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজেটের মনে পড়ে, মিস্ ওয়েনফ্লিট চায়ের সঙ্গে বিষ অথবা ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়নি তো? ফলে, সে আস্তে আস্তে আবার চোখের পাতা বন্ধ করে যথাসাধ্য ঘুমের ভান করে। অস্ফুটস্বরে বলে, আপনার ধারণা ঠিক মিস্ ওয়েনফ্লিট কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখনও আমার এত ঘুম পায় না!

কথাটা শেষ করে চোখ অল্প ফাঁক করে ব্রিজেট মিস্ ওয়েনফ্লিটের ওপর সতর্ক নজর রাখে। ভাবে, যাই আসুক না কেন, আমার সঙ্গে সহজে এঁটে উঠতে পারবে না ওর ঐ রোগা টিকটিকে বুড়ো শরীর আর আমার সুপুষ্ট পেশীবহুল শক্ত দেহ। কিন্তু তার আগে তাঁকে দিয়ে কথা বলাতে হবে। কেননা, ওঁর স্বীকারোক্তি যে ভীষণ দরকার।

মিস্ ওয়েনফ্লিট চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বোলান। জায়গাটা একেবারে জনমানব শূন্য। গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে। চিৎকার করলে কারুর কানে পৌঁছুবে না। মিস্ ওয়েনফ্লিট কাঁপা কাঁপা হাতে পুরোন কাপড়ের মোড়কটা খাচ্ছে।। কাগজের মোড়ক খুলে যেতে একটা বড় উলের পোশাক টেনে বের করেন। তবুও মোড়কটার মধ্যে কি, কি একটা খুঁজছেন, হাতে তখনও দস্তানা!

কাগজের মোড়কটা খুলতেই তার মেধ্য থেকে বেরিয়ে এল একটা ছুরি। খুব সাবধানে হাতে ধরা, যাতে লর্ড উইটাফিল্ডের আজ সকালের হাতের ছাপ নষ্ট না হয়ে যায়। সেজন্যই হাতে দস্তানা! আরবী ছুরির ফলা ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। বিড় বিড় করে মিস্ ওয়েনফ্লিট বলেন, দীর্ঘকাল ধরে আমি তোমাকে ঘৃণা করে এসেছি। তুমি হয়ত সে কথা জানোও না।

—কিন্তু কেন? আমার গর্ডনের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, সেজন্য? ব্রিজেট যেন স্বপ্ন দেখছে, সে রকম সে কথাগুলো উচ্চারণ করে।

—তুমি চালাক, অত্যন্ত চালাক মেয়ে। তুমিই হবে ওর বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত সাক্ষ্য। তোমার দেহ থেকে মাথাটা কাটা অবস্থায় এখানে পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে পাওয়া যাবে

ঐ ছুরি, আর সেই ছুরির হাতলে পাওয়া যাবে ওরই হাতের ছাপ! আজ সকালে এই ছুরিটা দেখতে চাওয়া কি দারুণ বুদ্ধির খেলা বল তো? তোমরা যখন ওপরে ব্যস্ত, তারই ফাঁকে ছুরিটাকে রোমালে জড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে দেওয়া কত সহজ কাজ! সমস্ত ব্যাপারটা যে এত সহজ হবে ভাবতেই পারিনি।

—ওটা পেরেছেন কারণ, আপনি একেবারে শয়তানের মত ধূর্ত। গলায় ঘুমের আমেজটা বজায় রেখে ব্রিজেট বলে।

—গর্ডন র‍্যাগ্ প্রত্যাখান করল আমাকে, কর্ণেল ওয়েনফ্লিটের মেয়েকে। সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, আমি এর প্রশোধ নেবো। দিনের পর দিন রাতর পর রাত ভেবেছি। দিন দিন আমাদের অবস্থাও পড়ে যেত লাগল। আমরা গরীব হয়ে গেলাম। বাড়ীটাও বিক্রি হয়ে গেল, গর্ডনই কিনলো! আমাকে সাহায করার জন্য ও আমারই বাড়ীতে আমাকে একটা চাকরী দিল। তখন ওর ওপর আমার আরও বেশী ঘৃণা হল। কিন্তু একদিনের জন্যও ওকে বুঝতে দিইনি আমার অন্তরের ইচ্ছে।

ব্রিজেট ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস নিচ্ছিল খুবই সাবধানে, পাছে মিস্ ওয়েনফ্লিটের কথার স্রোতে বাধা পড়ে।

—প্রথমে ভেবেছিলাম, ওকেই খুন করব। তখন থেকেই লাইব্রেরীতে বসে সারাদিন ধরে সবার চোখ এড়িয়ে অপরাধ তত্ত্বের বই পড়তে আরম্ভ করলাম। আমার সেই পড়াশোনার ফল কয়েকবারই হাতে-নাতে পেয়েছি। যেমন, অ্যামির বিছানার পাশে বোতল পাল্টাপাল্টি করে রেখে ওর ঘরের তালা ছোট্ট একটা কাঠি দিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করা।

কথা বলতে বলতে মিস্ ওয়েনফ্লিট অল্প সময় থামেন। পরে প্রশ্ন করেন, কি যেন বলছিলাম?

মিস্ ওয়েনফ্লিট যদিও একজন উন্মাদিনী, খুনী, কিন্তু একথা সত্যি যে, তাঁরও একজন নীরব শ্রোতার বড্ড প্রয়োজন। কারণ, ওর মন খুলে কথা বলা একান্ত দরকার। এক্ষেত্রে ব্রিজেট একেবারে আদর্শস্থানীয়া। মিস্ ওয়েনফ্লিটকে কথা বলবার জন্য যতটুকু দরকার, ব্রিজেট মেপে ঠিক ততটুকু বলে, আপনি বলছিলেন যে, প্রথমে আপনি গর্ডনকে খুন করবেন ভেবেছিলেন।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু সেটা আমার ভাল লাগল না। একেবারেই গতানুগতিক মনে হল। আমি এমন একটা কিছু করতে চাইলাম যা মৃত্যুর থেকেও সাংঘাতিক। তখন থেকেই এই পরিকল্পনাটা আমার মাথায় এল। ওকে এমন শাস্তি দিওয়া ঠিক করলাম, যাতে ও খুনী হিসেবে চিহ্নিত হয়। যাতে নিজের নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও পরপর কতগুলো খুনের দায় ওর ঘাড়ে চাপে।

আমাকে অপরাধের জন্য ও ফাঁসির দড়িতে ঝোলে অথবা ও পাগল হয়ে যায়।

একটা পাগল হিসেবে কয়েদখানায় থাকে। এটা যদি হয়, তাহলেই সবচেয়ে ভাল। তোমাকে একটু আগেই বলেছি যে, আমি অপরাধতত্ত্বের ওপর বেশ কিছু বই পড়েছি। ওখান থেকেই আমি ঠিক করলাম যে, কাকে কাকে খুন করা দরকার। প্রথম দিকে লোকে ওকে খুব একটা সন্দেহ করুক, এ আমি চাইনি।

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি যে, খুন করে আমি আনন্দ পেতাম। সেই খুঁতখুঁতে মহিলা লেডি হর্টন। মহিলাটি এমনিতে আমাকে পছন্দ করতেন। দরকারে সাহায্যও করতেন। কিন্তু একদিন আমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে "বুড়ী" বলে উল্লেখ করলেন। এর ঠিক কিছুদিন পরেই গর্ডনের সঙ্গে লেডি হর্টনের ঝগড়া হয়। আমি আনন্দিত হই। ভাবি, একই ঢিলে দুই পাখী মারবো।

কি মজাটাই না করলাম! ওঁর বিছানার পাশে বসে ওঁর চায়ে আমি নিজেই বিষ মেশালাম। আর আমিই আবার বাইরে এসে নার্সদের বললাম যে, লর্ড লুইটফিল্ডের পাঠানো আঙ্গুর মিসেস হর্টনের মুখে তেতো লেগেছে। কিন্তু একথার প্রতিবাদ করার জন্য সেই মহিলা আর বেঁচে রইলেন না।

তারপর থেকেই যখনই শুনতাম যে গর্ডন কারও ওপর রেগে গেছে, তখনই একটা করে দুর্ঘটনা ঘটানো এমন কিছু কঠিন নয়।

ব্রিজেস আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু এতসব আপনি করলেন কি করে?

—খুবই সহজ ব্যাপার। অ্যামি যখনই ওরা ম্যানর থেকে তাড়িয়ে দিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে রেখে দিলাম। হ্যাট-পেন্ট দিয়ে কাজ হাসিল করার বুদ্ধিটা আমার ভালই খেটেছিল। তার ওপর বাইরে থেকে দরজায় তালা বন্ধ করার কৌশলটা আরও কাজে দিল।

সব শেষে, আমার সুবিধে ছিল যে, খুন করার পেছনে আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কার্টারের ক্ষেত্রেও খুব সহজেই কাজ হাসিল করা গেছে। চারদিকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, তার মধ্যে দিয়ে ও টলতে টলতে আসছিল। পুলের ওপর অপেক্ষা করছিলাম, ওখান থেকে দিলাম এক ধাক্কা। বিদ্যুৎ গতিতে। রোগা পটকা হলেও আমার গায়ে বেশ জোর আছে।

সমস্ত ব্যাপারটা দারুণ মজার! টমিকে জানালা থেকে যখন ঠেলে ফেলে দিলাম, ওর তখনকার মুখচোখের অভিব্যক্তি কোন দিন ভুলবো না।

যেন গোপন কথা বলছেন, তেমনি ভঙ্গীতে ব্রিজেটের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, জান, লোকজন যে সত্যিই এত বোকা, একথা আমি আগে জানতাম না।

—কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, আপনি নিজে অস্বাভাবিক রকম চালাক। ব্রিজেট নরম সুরে বলে। ডাঃ আম্বলকির ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছিল?

—তা হয়েছিল বই কি। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কি করে অমন একটা দুরূহ

কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম। আমার আদরের বেড়াল ওয়াঙ্কিপুরের কানের গাটা দেখার জন্য ডাঃ আম্বলকিকে ডাকলাম। উনি যখন ওয়াঙ্কিপুরের কানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিলেন, তখন আমার হাতের কাঁচি দিয়ে ডাঃ আম্বলকির হাতটা খানিকটা কেটে দিলাম। এমন ভাব করলাম যে, হাত ফসকে কাঁচিটা ওঁর হাতে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দুঃখ প্রকাশ করি। একটা ব্যাণ্ডেজ এনে ওঁর কাটা জায়গাটা বেঁধে দিলাম। আগে থেকেই ব্যাণ্ডেজের কাপড়ে ওয়াঙ্কিপুর কানের পুঁজ-রক্ত খানিকটা মিশিয়ে রেখেছিলাম।

ল্যাভিনিয়া পিঙ্কারটন। ও বুঝতে পেরেছিল। টমিকে সেই অবস্থায় ঐ প্রথম দেখতে পায়। তারপর গর্ডন আর আম্বলিবর মধ্যে যেদিন কথা কাটাকাটি হল, সেদিন আমি আম্বলবির দিকে স্থির দৃষ্টি তাকিয়ে ছিলাম, তাও ওর নজর পড়েছিল। অবশ্য, আমি সাময়িকভাবে সামান্য অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকেরা ওর কথা বিশ্বাস করলেই ঝামেলা হবে।

তাই আমি মিস্ পিঙ্কারটনের ওপর নজর রাখলাম। একই ট্রেনের অন্য একটা কামরায় আমি ওকে অনুসরণ করি। তারপর ব্যাপারটা খুব সহজেই সমাধান হল। হোয়াইট হলের সামনে রাস্তা পেরোবার জন্য ও দাঁড়াল। ওর চোখ এড়িয়ে ঠিক ওর পেছনে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম। যেই একটা বড়া গাড়ি এল, গায়ের জোরে ভীড়ের মধ্যে থেকে দিলাম এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ির চাকার তলায় পিষে গেল।

আমার পাশের মহিলাটেকে প্রশ্ন করলাম, আপনি গাড়ির নম্বর দেখতে পেয়েছেন? আমার কপাল ভাল যে মহিলাটি গাড়ির নম্বর দেখেননি। সেই সুযোগে আমি গর্ডনের গাড়ির নম্বর বললাম। কেননা, আমার ধারণা, মহিলাটি পুলিশকে এই নম্বরই বলবেন।

অল্পদিন আগে লিউক ফিৎস্ উইলিয়ামের সামনে রিভার্স কি কান্ডটাই না করল গর্ডনের সঙ্গে। আমিও সুযোগ পেলাম। রিভার্স মরলেই লিউক বাধ্য হবে গর্ডনকে সন্দেহ করতে।

মিস্ ওয়েনফ্লিট ব্রিজেটের গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়েন। মুখে মৃদু হাসি, চোখে উন্মাদনা। ছুরির ফলাটা ঝক্ ঝক্ করে উঠল। তারুণ্যের সবটুকু শক্তি দিয়ে ব্রিজেট বাঘিনীর মত এক লাফে ঝাঁফিয়ে পড়ে। মিস্ ওয়েনফ্লিটকে ফেলে দিয়ে ওর কব্জি সরোজে চেপে ধরে।

হঠাৎ আক্রমণে মিস্ ওয়েনফ্লিট চম্‌কে যান। মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতি আক্রমণ করেন। গায়ের জোরে এই দুজনের মধ্যে কোন তুলনাই করা চলে না। তার ওপর খেলা-ধূলো করার ফলে শক্ত সামর্থ। অপর পক্ষে মিস্ ওয়েনফ্লিট এমনিতেই ছোটখাটো আকারের, সেই সঙ্গে রোগা।

দু'জনে জড়াজড়ি করে বারবার একজন আর একজনের ওপর উঠে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রিজেট এরই মধ্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল মিস্

ওয়েনফ্লিটের হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দিতে। আর ওয়েনফ্লিটও সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছিলেন সেটা ব্রিজেটের শরীরে আমূল বসিয়ে দিতে।

যতই সময় যায়, মিস্ ওয়েনফ্লিটের জোরও যেন ততই বাড়তে থাকে। নিরুপায় হয়ে ব্রিজেট বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু কেউ আস না ওকে বাঁচাতে। মরিয়া হয়ে মিস্ ওয়েনফ্লিটের কব্জিতে প্রচণ্ড জোরে চাপ দিতেই হাত থেকে ছুরিটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে মিস্ ওয়েনফ্লিটের দুটো হাত ওর গলায় বেড়ির মত চেপে বসে। ওর প্রাণশক্তিকে চাপ দিয়ে বের করে দিতে চাইল। শেষবারের মত এক আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে এল ব্রিজেটের কণ্ঠ থেকে।

স্কটল্যাণ্ডের গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিন্টেডেন্ট ব্যাট্‌লের সঙ্গে দেখা করেন লিউক। উইউড আণ্ডার অ্যাশরেজের বিভিন্ন হত্যা কাণ্ড নিয়ে আলোচনা করে। এবিষয়ে লিউক কাকে কাকে সন্দেহ করেন, তা জেনে নিলেন ব্যাট্‌লে। তারপর ব্যাটলের কাছ থেকে বিদায় নেন লিউক। ব্রিজেটের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন।

পথে মিসেস আম্বলবির সঙ্গে দেখা হয় লিউকের। তিনি একটা কালো পোশাক পরেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এভাবে যে লিউকের দেখা হবে, তা ভাবতে পারেননি মিসেস আম্বলবি। কেননা, তিনি ভেবেছিলেন লিউক গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন।

মিসেস আম্বলবি লিউকের একটা হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে নেন। হাতে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, আমি স্বামীকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে একেবারে জর্জরিত। তবে আমার ধারণা, আমার স্বামীর হত্যার পেছনে মিস্ ওয়েনফ্লিটের যথেষ্ট হাত আছে!

মিসেস আম্বলবির কাছ থেকে বিদায় নেন লিউক। প্রায় ছুটে মিস্ ওয়েনফ্লিটের বাড়ির দিকে পা বাড়ান। কেননা, ব্রিজেট অল্প দিন ধরে মিস্ ওয়েনফ্লিটের বাড়িতে আছে। বাড়ির সদর দরজার কলিং বেল বাজান লিউক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিস্ ওয়েনফ্লিটের বাড়ির ঝি এমিলি বাড়ির দরজা খোলে। লিউককে জানায় যে, মিস্ ওয়েনফ্লিট বলেছেন যে, তিনি ব্রিজেটকে নিয়ে বাইরে যাবেন। আমি এক্ষুণি ওপর তলায় গিয়ে দেখে আসি যে, মিস্ ওয়েনফ্লিট বেরিয়েছেন কিনা।

লিউক এমিলিকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বসবার ঘরে বসেন। একটু পরেই এমিলি ওপরতলায় দেখে আসে। বলে, মিস্ ওয়েনফ্লিট নূতন মেমসাহেবকে নিয়ে গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে লিউক চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমিলিকে প্রশ্ন করেন, মিস্ ওয়েনফ্লিট কোন্ দিকে গেছেন?

এমিলি ভয়ে ভয়ে ঢোক গেলে। পরে বলে, সে সময় আমি রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিলাম। ওঁরা সদর দরজা দিয়ে গেছেন বলে মনে হয় না। কেননা, গেলে আমি দেখতে পেতাম। ওঁরা পেছনের দরদা দিয়েই গেছেন।

লিউক এক ছুটে একটা বাগান পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন। তার পরেও পর পর দুটো মাঠও পেরিয়ে একটা ছোট পাড়াগেঁয়ে মেঠো পথে এলেন। ঠিক সে সময় মহিলা কণ্ঠে শোনা যায়, কে যেন চিৎকার করে সাহায চাইছে!

পাগলের মত কোন দিকে খেয়াল না করে লিউক শব্দকে লক্ষ্য করে ছোটেন। কিছুটা শব্দের কাছাকাছি এলে হুটোপুটি ও তার সঙ্গে একটা গোঙানীর শব্দ শুনতে পান। বন-জঙ্গল পেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েন উন্মত্ত মহিলার শক্ত বেড়ির মত বসা হাত দুখানা টেনে ধরতেই তার সে কি ভীষণ চিৎকার। মহিলার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপতে শুরু করে। মুখ দিয়ে সাবানের ফেনার মত গাঁজলা বেরুচ্ছে। দেহের সব শক্তি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনী দেওয়াতে মিস্ ওয়েনফ্লিট লিউকের হাতের মধ্যে এলিয়ে পড়লেন।

সুপারিটেন্ডেন্ট্ ব্যাট্‌ল সকলকে একত্রিত করেন। কথা প্রসঙ্গে লর্ড লুইটফিল্ডের কথা আসে। তিনি লর্ড লুইটফিল্ডের সঙ্গে মিস্ ওয়েনফ্লিটের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার কারণ জানতে চান। লর্ড লুইটফিল্ড অস্বস্তী বোধ করেন। ব্রিজেটের অনুরোধে বলেন, লুইটফিল্ডের একটা পাখী ছিল। পাখীটার একটা অভ্যাস ছিল মিস্ ওয়েনফ্লিটের ঠোঁট থেকে চিনির টুকরো ঠুকরো তুলে নেওয়া। একদিন এইভাবে চিনি নিতে গিয়ে পাখীটা ওয়েনফ্লিটর ঠোঁট কামড়ে দেয়। আর তাতে রেগে গিয়ে ও পাখীটার ঘাড় মটকে ও টাকে মেরে ফেলেন।

সেই দৃশ্য দেখোর পর ওঁর ওপর আমার ধারণা পাল্টে গেল। কিছুতেই আর আগের মন নিয়ে ওকে দেখতে পারলাম না।

ব্যাট্‌ল্ মাথা নেড়ে বলেন, সেই থেকে ওঁর লক্ষ্য ছিল প্রতিশোধ নেওয়া, ওঁর বুদ্ধিবৃত্তি এই দিকেই নিয়োগ করেছিলেন।

—একটা খুনী হিসেবে আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য! এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। গর্ডন বলেন।

—কিন্তু গর্ডন, একথা ঠিক। তুমি নিজেই তো আশ্চর্য হয়েছিলেন দেখে, যে লোক তোমার বিরুদ্ধাচারণ করেছে, সেই মারা গেছে! ব্রিজেট বলে।

এরপর ওয়েনফ্লিটকে বাইরে রাখা ঠিক মনে করেন না সুপারিন্টেন্ডেন্ট ব্যাট্‌ল্। লিউক ও ব্যাট্‌ল্ মিস্ ওয়েনফ্লিটকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় রাখার ব্যবস্থা করেন।

# টেন ডলস

ডাঃ এডওয়ার্ড জর্জ আরমস্ট্রং, এমিলি ক্যারোলাইন ব্রেনট, উইলিয়াম হেনরি ব্রোর, ভেরা এলিজাবেথ ক্লেথর্ন, ফিলিপ লমবার্ড, জনগর্ডন, অ্যান্টনি জেমস মার্সটন ও লরেন্স জন ওয়ারগ্রেভ প্রত্যেকে পরিচিত, বন্ধু-বান্ধবী, চাকরীর নিয়োগকর্তা ও রোগীর কাতর অনুরোধে হাজার কষ্ট সহ্য করে পান্নাদীপে আসেন। দিনটা ছিল এমাসের আট তারিখে। কিন্তু কেউ কাউকে চেনেন না।

পান্না দ্বীপের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় যে, একজন ধনী ব্যক্তি দ্বীপটা প্রথমে কিনেছিলেন। সুন্দর একটা বাড়িও তৈরী করেছিলেন। পরে তিনি সেটাকে একজন চিত্রাভিনেত্রীর কাছে বিক্রি করেন। অনেকের ধারণা যে, দেশের একটা নৌবাহিনী ঐ দ্বীপটা কাজে লাগাবার জন্য নেন। আবার কেউ বলেন, মিঃ আওয়েন নামে একজন ধনী ব্যক্তি বর্তমানে দ্বীপটার মালিক।

ট্রেনে ও ট্যাক্সি করে সকলে পান্না দ্বীপে আসেন। দ্বীপটা সত্যিই অপূর্ব। একজন বয়স্ক পরিচালক এগিয়ে আসে। সকলকে অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে যায়। নিজের নাম বলে রজার্স। তার স্ত্রীর নাম এথেন। সে সঙ্গে এও বলে যে, আপনাদের আমন্ত্রণ কর্তা মিঃ আওয়েন দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, তিনি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আজকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। আশা করেন যে, আগামীকাল দুপুর বেলা তিনি হয়ত আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।

রজার্স একটা বড় হলঘরে সকলকে নিয়ে আসে। ঘরের একটা বড় টেবিলে নানান রকম পানীয় সাজান আছে। সে বলে, আপনারা এখানে বিশ্রাম করুন। আমি ও আমার স্ত্রী আপনাদের দেখা শোনা করব। আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা আছে। আশাকরি, আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। রাত আটটার সময় আপনাদের রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

রাত আটটার সময় খাবারের ঘন্টা পড়ে। সকলে খাবার ঘরে জড়ো হয়। টেবিলের কোন দশটা সুন্দর পুতুল সাজান আছে। সকলে অবাক হয়ে পুতুলগুলো লক্ষ্য করেন। খাবার খাওয়ার পর হঠাৎ এক সময় গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। বলা হয়, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ অনুগ্রহ করে শুনুন। আপনাদের সকলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। তা হল, (ক) এডওয়ার্ড জর্জ আরমস্ট্রং—আপনি ১৪ই মার্চ ১৯..... তারিখে মেরী ক্লেসের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। (খ) এমিলি ক্যারোলাইন ব্রেনট—আপনি ৫ই নভেম্বর ..... বিয়োত্রিচে টেলরের মৃত্যুর জন্য দায়ী। (গ) উইলিয়াম হেনরি ব্রোর—আপনি ১০ই অক্টোবর ..... জেমস স্টিফেন ল্যাণ্ডারের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। (ঘ) ভেরা এলিজাবেথ ক্লেথর্ন—

আপনি ১১ই আগস্ট..... সিসিল অগিলভি হ্যামিল্টনকে হত্যা করেছেন। (ঙ) ফিলিপ নমবোর্ড—আপনি ..... ফেব্রুয়ারী, আফ্রিকায় একশজন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী। (চ) জন গর্ডন ডগলাস—৪ঠা জানুয়ারী....., আপনি আপনার স্ত্রীর প্রণয়ী রিচমণ্ডকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। (ছ) অ্যান্টনি জেমস মাসটন—আপনি ১৩ই নভেম্বর.... জন লুসি ও কোম্বের হত্যার জন্য দায়ী। (জ) টমাস রজার্স ও এথেল রজার্স—তোমরা, ৬ই মে..... জেফির ব্র্যাডির মৃত্যুর কারণ। (ঝ) লরেন্স জন ওয়ারগ্রেভ—১০ই জুন, আপনি এডওয়ার্ড সেটনকে হত্যার অপরাধে অপরাধী। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ, আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনাদের কোন বক্তব্য আছে কি?"

যেমন হঠাৎ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, তেমনি কণ্ঠস্বর বন্ধ হল। শব্দ হওয়ায় ঘরের বাইরে গিয়ে দেখা গেল রজার্সের স্ত্রী এথেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ডাঃ আরমস্ট্রং এথেনকে পরীক্ষা করেন। বলেন, চিন্তার কিছু নেই। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে আসবে।

লমবার্ড সাহস করে ঘরের চারদিকে ভাল করে লক্ষ্য করেন। কিন্তু সন্দেহ জনক কিছু দেখতে পান না। তবে একপাশে একটা ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজার পাল্লা খুলে গেল! আর তখনই রহস্যটা ধরা পড়ল। তা হল, ঘরের একটা টেবিলের ওপর চোঙাওয়ালা সেকেলের একটা গ্রামোফোন ছিল। তাতে একটা রেকর্ড চাপানো ছিল! পিনটা রেকর্ডের ওপর রেখে চালাতেই আবার আগের কথাগুলো বেজে উঠল!

সে সময় রজার্স কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে, মিঃ আণ্ডয়েনের নির্দ্দেশেই এটা করা হয়েছে।

অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ ওয়ারগ্রেভ প্রশ্ন করেন, মিঃ আণ্ডয়েন কে? তাঁর কাছে তুমি কতদিন কাজ করছ?

মোটে এক সপ্তাহ হল স্ত্রী এথেলকে নিয়ে এখানে এসেছি। খবরের কাগজের বক্স নম্বরে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। একটা চিঠির মাধ্যমে আমাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে!

—এখানে সকলেই আমরা আণ্ডয়েনের অতিথি। কিন্তু তিনি কে, তা আমাদের ভালভাবে জানা দরকার। মিঃ ওয়ারগ্রেভ বলে ওঠেন।

কথা বলতে বলতে মার্সটন জলভরা একটা গ্লাসে চুমুক দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটা কুঁচকে ওঠে। চেয়ার থেকে টলে পড়েন। ডাঃ আরমস্ট্রং তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করেন। গম্ভীর ভাবে বললেন, আশ্চর্য, এর মধ্যেই মৃত্যু! মনে হচ্ছে, জলে পটাসিয়াম সায়ানাইড মেশানো ছিল! মার্সটনের মৃতদেহ তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সাদা চাদর দিয়ে দেহটা ঢেকে দেন।

করে। ডাঃ আরমস্ট্রং ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করেন, রজার্স তোমার কি হয়েছে?

—আমার স্ত্রী এথেল কোন সাড়া দিচ্ছে না। কি রকম যেন হয়ে গেছে। আপনি দয়া করে আসুন একটি বারের জন্য।

ডাঃ আরমস্ট্রং তাড়াতাড়ি রজার্সের সঙ্গে তার ঘরে যান। এথেলের নাড়ী পরীক্ষা করেন। বলেন, এথেল বেঁচে নেই। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ঘুমের ওষুধ বেশী পরিমাণ খাবার পর!

তারপর আবার সমস্যা দেখা দিল, যে মোটর বোটে করে দ্বীপের অতিথিদের খাবার আনা হত, সেই বোটটার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না!

রজার্স একলাই সকলের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করে। ঘন্টা বাজায়। একে একে অতিথিরা খাবার ঘরে আসেন। শেষে দেখা যায়, জেনারেল ডগলাস আসেননি। এক একজন, এক এক রকম মন্তব্য করেন। ডাঃ আরমস্ট্রং রজার্সকে বলেন, তুমি সকলকে খাবার পরিবেষণ কর। আমি জেনারেল ডগলাসকে নিয়ে আসি।

একটু পরে ডাঃ আরমস্ট্রং ব্যস্ততার সঙ্গে ফিরে আসেন। সকলকে বলেন, জেনারেল ডগলাস মারা গেছেন! সে সময় কেউ আর খাবার খান না। সকলে মিলে জেনারেল ডগলাসের মরদেহটা বাড়ির দোতলায় নিয়ে আসেন। জেনারেল ডগলাসের খাটে শুইয়ে দেওয়া হয়। একটা সাদা চাদর তাঁর দেহের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ভেরা একছুটে খাবার ঘরের খাবার টেবিলের ওপরে দশটা পুতুলের পরিবর্তে সাতটা পুতুল দেখতে পায়! তিনটে পুতুল অদৃশ্য হয়েছে! ডাঃ আরমস্ট্রং জেনারেল ডগলাসকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলেন, পেছন থেকে কেউ ভারি জিনিষ দিয়ে তাঁর মাথার পেছনে আঘাত করেছে। তার জন্যই তিনি মারা যান।

এক সময় ডাঃ আরমস্ট্রং আস্তে আস্তে বলেন, আজকে এ দ্বীপের প্রত্যেকটি অংশ আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। এ দ্বীপে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার ধারণা, আওয়েন কতগুলো লোককে শাস্তি দেবার জন্য সুন্দর পরিকল্পনা করেছেন! অবশ্য, এই লোকগুলোর অপরাধ আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস, তিনি ছদ্ম নামে আমাদের মধ্যেই আছে।

একদিন সকাল বেলা রজার্সকে পাওয়া গেল না। তার ছোট্ট ঘরটা দেখা হল। উনুনে আগুনও দেয়নি। এমিলি ও ওয়ারগ্রেভ ছাড়া সকলেই রজার্সের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়নে। অল্প পরে রজার্সের মৃতু দেহের সন্ধান পাওয়া গেল। রান্নার কাঠ কাটতে গিয়েছিল রান্নাঘরের পেছনে। তখনও হাতে একটা কাটারি ধরা ছিল। পাশেও কিছু কাঠ রাখা ছিল। কয়েক হাত দূরে রক্ত মাখা একটা দাঁ পাওয়া গেল! রজার্সের ঘাড়ে গভীর ক্ষত চিহ্ন!

এমিলি ও ভেরা মিলে সকালের খাওয়ার পাট কোন রকমে সমাধান করল।

খাবার ছিল প্রচুর। তাই বিশেষ অসুবিধা হয়নি। রজার্সের ঘটনাটা নিয়ে আলোচনার পরে সকলে বসার ঘরে হাজির হন। শুধুমাত্র এমিলি ছিলেন না। কারণ, তাঁর শরীর ভাল লাগছিল না। তাঁর খুব ঘুম পাচ্ছিল।

হঠাৎ এমিলি শুনতে পেলেন মৌমাছির গুঞ্জন শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন। মনে হল, কে যেন ঘরে ঢুকল! মৌমাছির গুঞ্জন যেন তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে!

ব্লোরের কথায় সকলে অসুস্থ এমিলিকে দেখার জন্য খাবার ঘরে আসেন। দেখেন, এমিলি আগের মত চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন। কোন রকম নড়াচড়া করেন না। মুখখানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। দেহ প্রাণহীন। ওয়াগ্রেভ আস্তে আস্তে বলে, আমাদের সকলের সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে মিস্ এমিলি চলে গেলেন!

ডাঃ আরমস্ট্রং পরীক্ষা করে বলেন, এমিলিকে পেছন থেকে কোন শক্ত জিনিষ দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরে হাইপোডারসিক সিরিঞ্জে করে ওকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে।

বাকি রইলেন পাঁচজন। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করছেন। সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে আছে ঝড়। প্রাক্তন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ, ডাঃ আরমস্ট্রং, ব্লোর, লমবার্ড ও ভেরা একটা ঘরে আলাদা আলাদা ভাবে বসে আছেন। সকলের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুনী আমাদের মধ্যে আছে। ভেরা চায়ের প্রস্তাব দিলে সকলে রাজি হন। তবে সকলেই চান, চা তৈরী করাটা যেন পাঁচ জনের সামনে করা হয়।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়। আলো জ্বালতে গিয়ে দেখা গেল, রজার্স মারা যাবার পর আর মেশিন চালান হয়নি। ওয়ার গ্রেভের ইচ্ছা অনুসারে আলো জ্বালাতে না গিয়ে মোমবাতি জ্বালান হয়। সকলকে একটা করে মোমবাতি দেওয়া হয়।

সন্ধ্যে থেকে ভেরার শরীর ভাল লাগে না। তিনি মোমবাতিটা একটা প্লেটের ওপরে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যান। উদ্দেশ্য, ভাল করে স্নান করলে হয়ত সব ঠিক হয়ে যাবে। দোতলায় ঘরে ঢোকার সময় তাঁর মনে পড়ে গুগোর কথা। তাঁর হাত কেঁপে ওঠে। হাতের প্লেটটা মোমবাতি সমেত সব্দ করে মাটিতে পড়ে। মোম নিভে যায়। ভেরার মনে হয়, একটা ঠাণ্ডা হাত তাঁর কপালে ও গলায় জড়াতে চায়!

ভেরাদের চিৎকারে সকলে আলো নিয়ে ভেরার ঘরে আসেন। ডাঃ আরমস্ট্রং ভেরারকে পরীক্ষা করেন। বলেন, ভয় পাবার কিছু নেই। ভেরার জীবিত আছেন। ব্লোর একতলা থেকে ব্র্যান্ডির বোতল নিয়ে আসেন। ভেরারকে দিতে চান। ভেরা আপত্তি করেন। কেননা, তিনি মনে করেন, খোলা ব্রাণ্ডিতে নিশ্চয়ই কেউ বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। একটু চারদিকে নজর বোলালে দেখা যায় যে, ঘরের সিলিং থেকে থেকে ঝুলছে একটা সামুদ্রিক লতা। কিন্তু ওটা আগে ওখানে ছিল না। সদ্য কেউ ঝুলিয়ে রেখে গেছে।

ভেরা চারদিক চোখ বোলান। প্রশ্ন করেন, বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ কোথায়? তাঁকে

তো দেখতে পাচ্ছি না!

তখন সকলে একে অন্যকে দেখেন। ডাঃ আরমস্ট্রং চিৎকার করে ওয়ারগ্রেভকে ডাকেন। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর আসে না। ফলে, সকলে বাড়ির প্রত্যেকটি জায়গা গরু খোঁজার মত খোঁজা হয়। এক সময় তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা যায় যে, তিনি নিজের ঘরের দরজা ভেজিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছেন! তাঁর মাথায় একটা পরচুলা, পরণে লাল সিল্কের গাউন। ডাঃ আরমস্ট্রং এগিয়ে গিয়ে ওয়ারগ্রেভকে পরীক্ষা করেন। ওয়ারগ্রেভকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাথার পরচুলাটা তুলে ফেলতে দেখা যায় চকচকে টাকের মাঝখানে একটা লাল দাগ। ডাঃ আরমস্ট্রং এর মতে ওয়ারগ্রেভের মৃত্যু হয়েছে কোন রিভালবারের গুলিতে!

এখন জীবিত রইলেন ডাঃ আরমস্ট্রং, ভেরা, ব্লোর ও লম্‌বার্ড। টিনের খাবার খেয়ে কোন রকমে ক্ষিধে দূর করা। লমবার্ড বলেন, খুনীর কৌশলগুলো খুবই চমৎকার! মিস্ ভেরার চিৎকার শুনে আমরা ওপরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, সেই সুযোগে সে কাজ হাসিল করে নিয়েছে!

আজকে আর কেউ রাত করেন না। দোতলায় যে যার ঘরে শুয়ে পড়তে যান। তবে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এমনই প্রবল যে, কেউ কারও পেছনে যেতে রাজি নন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটার কথা ঘোষণা করা হয়। পুলিশ অফিসার ব্লোর চমকে ওঠেন। তাঁর মনে হয় ঘরের সামনেকার বারান্দায় কে যেন চলাফেরা করছে। দরজা খুলে বাইরে বেরুবে কিনা ভাবছে ব্লোর, ঠিক সে সময় মনে হয় কারা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে! তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ হয়।

ব্লোর নিজের সিদ্ধান্ত ঠিক করে ফেলেন। পা থেকে চটিজোড়া খুলে ফেলেন। পায়ে রইল কেবল মোজা। লোহার ল্যাম্প স্ট্যাণ্ডটা হাতিয়ার হিসেবে মুঠি চেপে তুলে নেন। নিঃশব্দে বারান্দায় বেরোন। চাঁদের আলোতে দেখেন একটা ছায়ামূর্তী যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে! ব্লোর ছায়ামূর্তীর ফাঁদে না পড়ার জন্য দৌড়ান না। তিনি ডাঃ আরমস্ট্রং এর ঘরের দরজায় শব্দ করেন। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোন শব্দ শোনা যায় না। তারপর লমবার্ডের ঘরের দরজায় আঘাত করেন। ঘরের ভেতর থেকে লমবার্ড সাড়া দেন। এতরাত্রে এভাবে ডাকার কারণ জানতে চান।

ব্লোর জানান যে, ডাক্তার আরমস্ট্রং তাঁর ঘরে নেই। লমবার্ড ব্লোরকে একটু অপেক্ষা করতে বলেন। ব্লোর ভেরার দরজায় মৃত্যু আঘাত করেন। ঘরের ভেতর থেকে ভেরার সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু ঘরের দরজা খোলেন না। ব্লোর এক মিনিট পরে অসবে বলে জানান।

লমবার্ড রাত্রের পোশাক পরে হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ঘরের বাইরে আসেন। অবশ্য, একটা হাত তাঁর জ্যাকেটের পকেটে ঢোকান ছিল! তিনি ব্লোর সঙ্গে ডাঃ

আরমস্ট্রং এর ঘরে আসেন। দরজায় শব্দ করেন। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোন শব্দ শোনা যায় না। এবার তাঁরা ঘরের দরজায় ধাক্কা দেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পাল্লা খুলে যায়। ঘরে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে ভেরার ঘরের সামনে আসেন। ভেরাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমরা ডাঃ আরমস্ট্রংকে খুঁজতে যাচ্ছি। ডাঃ আরমস্ট্রং যদি আপনাকে দরজা খুলতে বলেন, আপনি কিছুতেই দরজা খুলবেন না।

ক্রমে ভোর হয়ে আসে। ভেরার ঘরের দরজায় শব্দ হয়। আগন্তুকদের মধ্যে একজন বোর ও অন্যজন্য লমবার্ড বলে পরিচয় দেন। তাঁদের প্যান্টের তলার দিকটা সমুদ্রের জলে ভেজা। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ব্রোর বলেন, ডাঃ আরমস্ট্রংকে খুঁজে পেলাম না। কর্পূরের মত উবে গেছে। মনে হচ্ছে, আমরা এখন তিনজনে এসে দাঁড়িয়েছি। ভেরার মুখ থেকে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে।

দুটো বাজে। সকলেরই বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। ভেরা কোন মতেই অভিশপ্ত বাড়িটাতে যেতে চান না। শেষে ব্রোর একলা বাড়ির দিকে পা বাড়ান। ভেরা ভয়ে ভয়ে আপন মনে বলেন, উঁনি খুব বেশী ঝুঁকি নিলেন। অনেকক্ষণ ব্রোরকে আসতে না দেখে লমবার্ড ভেরাকে নিয়ে বাড়িতে যান। দেখেন বারান্দার পূর্বদিকে ব্রোর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন! দু হাত দুদিকে ছড়ান। মাথাটা একেবারে থেঁতলে গেছে। কাছেই পড়ে আছে একটা বেশ বড় পাথরের চাঁই!

দুজনের ধারনণা হয় যে, ডাঃ আরমস্ট্রং বাড়িতে আত্ম গোপন করে এই হত্যা করে চলেছেন। লমবার্ড দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে করে হোক তিনি ডাঃ আরমস্ট্রংকে খুঁজে বার করবেনই। তারপর দুজনে একে অন্যের হাত ধরে সমুদ্রের ধারে যান। পকেট থেকে তাঁর রিভালবারটা বের করেন। বলেন, ডাঃ আরমস্ট্রং যেখানেই থাকুন না কেন, আমার রিভালবারে নিশানার বাইরে থাকতে পারবেন না।

এক সময়ে সমুদ্রের জলে লতা জাতীয় কোন উদ্ভিদের মত কিছু ভেসে যেতে দেখা যায়। লমবার্ড ভেরাকে দেখান। ভেরার উৎসাহে দুজন সমুদ্রের জলে নামে। দেখেন, ভাসমান জিনিষটা সামুদ্রিক লতা নয়। একটা জামা সমুদ্রের জলে ভাসছে। আরও কাছে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারলেন, শুধু জামা নয়, তার সঙ্গে একটা মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভাসছে। আরও মৃতদেহের কাছে গেলে লমবার্ড ও ভেরা দুজনেই মৃতদেহটা যে ডাঃ আরমস্ট্রং এর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

লমবার্ড দুঃখের হাসি হাসে। বলেন দশ জনের মধ্যে অমরা দুজন বেঁচে আছি। বুঝতে পারছি না, কে আগে পৃথিবী থেকে চলে যাবে? তারপর তিনি ভেরার সাহায্যে ডাঃ আরমস্ট্রং-এর মৃতদেহটা অতি কষ্টে একটা চওড়া পাথরের ওপরে তোলেন। ক্লান্তিতে হাঁপাতে শুরু করেন। এক সময় ভেরার দিকে তাকিয়ে দেখেন। সে সময় ভেরা তাঁর

রিভালবারটা নিয়ে তাঁকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছেন।

লমবার্ড ভয় পান। তিনি ভেরাকে রিলাভবারটা দিতে অনুরোধ করেন। কেননা, যে কোন সময় তা থেকে গুলি বেরিয়ে অঘটন কিছু ঘটাতে পারে। কিন্তু ভেরা নিজের নিরাপত্তার জন্য রিভালবারটা লমবার্ডকে দেন না। উপরন্তু লমবার্ডকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। অস্ফুট আর্তনাদ করে লমবার্ড মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। ভেরা এখন একা। সমস্ত দ্বীপে সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই। আছে কেবল কয়েকটা মৃতদেহ। কাজেই, কেউ যে তাঁকে হত্যা করতে পারে, তা তিনি ভাবতেই পারেন না। সে নিশ্চিন্তভাবে বাড়িতে আসেন। খাবার টেবিলের ওপর থেকে তিনটে পুতুলের মধ্যে থেকে দুটো পুতুল তিনি তুলে নেন। দূরে ছুঁড়ে ফেলেন। তিনি দোতলায় নিজের ঘরে আসেন। ঘরের দরজা খুলে ভয় পান। তিনি চিৎকার করে বলেন, কে? কে?

তাঁর সামনে একটা দড়ি ঝুলছে। তলায় ফাঁস। তার তলায় একটা চেয়ার। ভেরা যন্ত্র চালিতের মত চেয়ারটার দিকে যান। চেয়ারে উঠে দাঁড়ান। হাত বাড়িয়ে ফাঁসটা গলায় পরে নেন। পাগলীর মত কারণ ছাড়া হাসতে শুরু করেন। এক সময় চেয়ারটা হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে সরে যায়। হাতে যে শেষ পুতুলটা ছিল, সেটা ছিট্‌কে মেঝেতে পরে ভেঙ্গে যায়। শেষ প্রণীটাও শেষ হল।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান কার্যালয়। কথা বলছেন দুজন। স্যার টমাস লেগ ও ইন্সপেক্টর মেন। টমাস হলেন সহকারী কমিশনার। টমাস বেশ চিন্তিতভাবে বললেন, দশ-দশটা খুন, সত্যিই চিন্তার বিষয়। তবে খুনগুলো কি ভাবে হয়েছে? মেন বলেন, মিঃ ওয়ারগ্রেভ ও লববার্ডকে গুলিকরে হত্যা করা হয়। গুলি লেগেছে একজনের বুকে ও অন্যজনের বুকে ও অন্যজনের মাথায়। বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে দুজনকে। তাঁরা হলেন মিস্ ব্রেনট এমিলি ও মার্সটনকে। বেশী মাত্রায় ঘুমের অসুধ খাওয়ার ফলে মারা গেছেন জার্সের স্ত্রী এথেল। তার স্বামী রজার্স মারা গেছে কুঠারের আঘাতে। ডগলাসের মাথার খুলি ভেঙ্গে গেছে। কোন ধারাল জিনিষ দিয়ে তাকে পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছিল। ভেরার মৃত্যু হয় ফাঁসের দড়িতে।

কে এই হত্যাকারী তা জানা না গেলেও হত্যার কারণটা অনুমান করা যায়। কোন একজন ব্যক্তির মাথায় ন্যায় বিচার সম্পর্কে বাতিক চেপেছিল। তার সঙ্গে মিশেছিল জিঘাংসা বৃত্তি। কিছু কিছু লোকের অপরাধের কথা সে জানত, অথচ আইনের চোখে তারা অপরাধি প্রতিপন্ন হয়নি। সেই থেকেই সে ঠিক করেছিল, নিজেই ঈশ্বর সাজবে।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এরকম হয় যে, আওয়েন দশজনকে হত্যা করে নিজে ঐ দ্বীপে ছিল। ডেভেনের লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রথম সাহায্য-সঙ্কেত যাবার পর থেকে উদ্ধারকারী দল পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত ওখান থেকে পাঠায়নি।

## সমাধান

একটা মাছধরার জালে মাছের সঙ্গে একটা মুখ বন্ধ কাচের বোতল পাওয়া গিয়েছিল। বোতলের ছিপি খুলে তার মধ্যে একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। কাগজে লেখা ছিল, আমার এই স্বীকারোক্তি সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি। ছেলেবেলা থেকে আমার আইনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। বড় হয়ে আইনজ্ঞ হই। প্রকৃত অসামীকে কঠিন শাস্তি দেবার জন্য চেষ্টা করি।

এক সময় আইনে যাদের সাহা দিতে পারেনি, তাদের সাজা দেবার জন্য পান্না দ্বীপের পরিকল্পনা করি। একে একে দশজনকে সেই দ্বীপে আনি। বিভিন্ন ভাবে তাঁদের হত্যা করি। এ বিষয়ে আমাকে বেগ পেতে হয় নি। কেননা, ওঁদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি করেছিলাম যে, ওদের মধ্যে একজন এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন!.....

উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ সহ কিছু কৌতূহলী মানুষ যখন এই দ্বীপে আসবেন, তখন তাঁরা পাবেন দশটা মৃতদেহ ও দশটা ভাঙ্গা পুতুল। আমার বিশ্বাস, পুলিশ এই রহস্যের সমাধান করতে পারবেন না। পান্না দ্বীপের হত্যা-রহস্য রহস্যই হয়ে থাকবে।

# দি হাউণ্ড অফ ডেথ

আমি ফোলবীজে যাচ্ছি শুনে আমার বন্ধু ও পত্রিকার সাংবাদিক উইলিয়াম পি. রীয়ান বেশ উৎসাহ প্রকাশ করে।

বলে, ওখানকার ডীয়ার্ন হাউস নামে কোন বাড়ী-সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান আছে?

উইলিয়ামের কথায় আমার কৌতূহল হয়।

আমি হাসতে হাসতে বলি, ওটা তো আমার বোনের বাড়ী। ওখানেই তো আমি যাচ্ছি।

উইলিয়াম একটু থমকে যায়। বেশ চিন্তিত ভাবে বলে, একটু সাবধানে থেকো। কোন রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পোড়ো না।

উইলিয়ামের কথায় আমার কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট করে বলতে অনুরোধ জানাই।

উইলিয়াম অল্প সময় চিন্তা করে।

পরে বলতে শুরু করে। ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো একুশ সালে।

সে সময় সেখানে গুরুতর যুদ্ধ চলছিল। আমার কাগজের প্রতিনিধি হিসেবে আমি ওখানে যাই।